হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

আগষ্ট, ১৯৩৭ | সপ্তম বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা

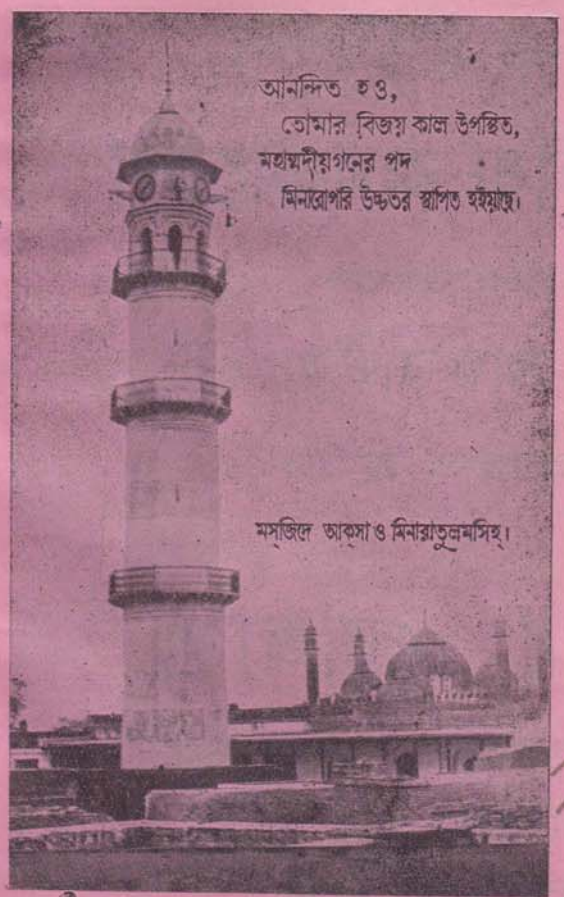

(কাদিয়ান)

প্রবন্ধ সূচী

দোয়া ১৭১
হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী ১৭২—৭৪
'বেহেস্তি মোকবেরা' (কবিতা) ... ১৭৪
মোনাফেকদের পৃথক হওয়া জমাতের পক্ষে কখনো ক্ষতিকর নয় ... ... ১৭৫—৮৫
ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ... ১৮৫—৮৭
'সুরা ফাতেহার' মহান উদ্দেশ্য ... ১৮৭—৯১
নারী শিক্ষা এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) ... ১৯১—৯২
জগৎ আমাদের ঃ— ... ... ১৯২—৯৪
বিদেশীয় সংবাদ ঃ—লণ্ডন
দেশীয় সংবাদ ঃ—কাদীয়ান শরীফ, মোনাফেকদের ফেৎনা, প্রাদেশিক আমীর, প্রচারকার্য্য, সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগীন, প্রাপ্তি সংবাদ।
প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের ইন্‌স্পেকসন ডাইরী ১৯৫—৯৭
প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের নিবেদন ... ১৯৭—৯৮

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৷০ | প্রতি সংখ্যা ৵০

মস্‌জেদ্‌-আল্‌-মাহ্‌দী

কাদিয়ানের সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া'র কর্ত্তৃত্বাধীনে

ব্রাহ্মনবাড়ীয়াতে

আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রথম মসজেদ

বঙ্গদেশবাসী আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগ্নিগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত মসজেদের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন কার্য্য যাহা গত বৎসর আরম্ভ করিয়া কিছুকাল স্থগিত ছিল, খোদাতা'লার ফজলে গত ২২শে আগষ্ট হইতে পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য সকল ভ্রাতাভগ্নাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকার ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ নিজ নিজ সাহায্য ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে স্থানীয় আমীর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। অন্যান্য স্থানের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ তাহাদের সাহায্য ঢাকাতে প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীরের নিকট পাঠাইবেন।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

নিখিল-বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স

একবিংশতি অধিবেশন

আগামী অক্টোবর মাসে ব্রাহ্মনবাড়ীয়াতে

প্রস্তুত হউন! প্রস্তুত হউন!

রোজা! রোজা!! রোজা!!!

চলিত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ৩০শা তারিখ,
আগামী অক্টোবর „ প্রথম সোমবার ৪ঠা „ „
„ „ „ শেষ বৃহস্পতিবার ২৪শা „ „

আহ্‌মদী

সপ্তম বর্ষ | আগষ্ট, ১৯৩৭ | অষ্টম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

ربنا امنا فاغفرلنا وارحمنا وانت خيرالرحمين

"প্রভো, আমরা তোমার সংবাদে বিশ্বাস করিয়াছি, আমাদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহ দান কর, তুমি সকল দাতা হইতে উৎকৃষ্টতম দানকারী।"

প্রভো, আমাদের কার্য্যে, আমাদের কথায়, আমাদের চিন্তায় তোমারই গুণ কীর্ত্তন করিতে শিক্ষা দাও। আমাদের সকল দুর্ব্বলতা দূর কর, আমাদের অবস্থা উন্নত কর। আমরা যেন তোমার ধর্ম্ম বিস্তারের পথে অন্তরায় না হই। প্রভো, যে ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছ তাহা বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের দাও। এই জ্ঞানহীন, শক্তিহীন, দুর্ব্বল চিত্ত জামাতের হৃদয়ে তুমিই জ্ঞান, শক্তি এবং ইমান দান কর। আমরাও যেন ইস্‌লামের সত্যতা আমাদের জীবনে জগৎকে প্রত্যক্ষ করাইতে সমর্থ হই। জগৎ আজ ধর্ম্ম হইতে বিমুখ, তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহে, তোমার অমৃতবাণী দাম্ভিকতার সহিত উপেক্ষা করে। তাহাকে তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করান, তাহার মতিকে ধর্ম্মের দিকে ফিরাইয়া আনা, তোমার বাণীর প্রতি তাহাকে পূর্ণ আস্থা দেওয়ান তোমারই কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য আমাদিগকে যদি নিয়োজিত করিয়াছ তবে দয়া করিয়া আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন কর—সেই বিশ্বাস, সেই জ্ঞান, সেই শক্তি আমাদিগকে দান কর যাহা তোমার নবীদিগকে দান করিয়াছিলে, আমরাও যেন তাঁহাদের সঙ্গে নিজকে মিলাইয়া এই মহৎ কার্য্যে অংশ লইতে পারি। প্রভো, বড় ভয় পাইয়া আজ আমরা তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। কতবার ঘটিয়াছে যে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবার পর মানব পুনরায় অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার পথে গিয়াছে। তুমিই বিপদতারণ, আমাদিগকে নিজ কৃপাতে আশ্রয় দেও, এবং অবিশ্বাস অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার পথ হইতে রক্ষা কর। তুমিই বলেছ প্রভো, 'আমার নিকট চাও, আমি তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিব।' তাই আজ তোমারই নিকট সকাতরে আমাদের প্রার্থনা, আমাদিগকে তোমার প্রেমের পথের পথিক কর এবং তোমার প্রদত্ত ধর্ম্মের আদর্শ কর,—আমীন!

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী

(১)

সংকীর্ণ-চিত্ত ব্যক্তিগণের দোষারোপ ও স্বর্গীয় সাহায্যাবতরণ

খোদাতা'লার তরফ হইতে আবির্ভূত প্রত্যেক মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়া বহু সংকীর্ণ-চিত্ত ঈশ্বর-ভীতিহীন ব্যক্তি নানাবিধ দোষারোপ করিয়া থাকে। তাঁহাকে কখনো বা মিথ্যাবাদী কখনো-বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলে, আবার কখনো তাঁহাকে লোকের প্রাপ্য-আত্মসাৎকারী, অপরের ধন-ভক্ষণকারী, অসাধু ও বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চায়; কখন কখন তাঁহাকে কামুক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগবিলাসী বলিয়া অভিহিত করে; কখনো তাঁহাকে অজ্ঞ বলে; আবার কখনো-বা তাঁহাকে আত্মাভিমানী, অহঙ্কারী, দুর্ব্ব্যবহারকারী, কৃপণ, অর্থলোভী, মিথ্যুক, দজ্জাল, বে-ঈমান, খুনী ইত্যাদি নামে আখ্যাত করে। এই সমস্ত আখ্যাই খোদাতা'লার নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ ঐ সকল লোকদের তরফ হইতে পাইয়া থাকেন যাহাদের অন্তর কালিমাময় ও চিত্ত অন্ধ। বস্তুতঃ হজরত মুসার (আঃ) প্রতিও অধিকাংশ দুষ্ট-প্রকৃতি লোকদের এই দোষারোপ ছিল যে, তিনি তাঁহার জাতির লোকদিগকে—"আমরা এবাদত (উপাসনা) করিবার জন্য যাইতেছি, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদের জিনিষপত্র ফিরাইয়া দিব"—এই মিথ্যা কথা বলিয়া মিসরবাসীদের নিকট তাহাদের স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন, অলঙ্কার ও মূল্যবান বস্ত্রাদি ধার চাহিবার জন্য প্ররোচনা দেন—অথচ অন্তরে তাহাদের প্রবঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্য ছিল এবং পরিণামে তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মিথ্যাচরণ পূর্ব্বক অপরের ধন আত্মসাৎ করতঃ কেনানের প্রতি পলায়ন করিল। বস্তুতঃ এই দোষারোপগুলি এমন যে, এগুলির যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে গেলে বহু আহ্‌মক ও বক্রচিত্ত ব্যক্তি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। তাই খোদাতা'লার এই রীতি যে, তিনি তাহাদের জওয়াবে তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণকে আশ্চর্য্যভাবে সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের সাপক্ষে অনবরত স্বর্গীয় নিদর্শনাদি প্রদর্শন করেন, যে পর্য্যন্ত না বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আপন ভ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা বুঝিতে পারে যে, যদি এই ব্যক্তি খোদাতা'লার প্রতি মিথ্যারোপকারী ও অপবিত্র হইত, তবে তাঁহার প্রতি কখনও খোদাতা'লার এত সাহায্য অবতীর্ণ হইত না। কারণ, ইহা সম্ভব নয় যে, খোদাতা'লা তৎপ্রতি মিথ্যারোপকারীকে ঠিক তদ্রূপ প্রেম করিবেন যেরূপ প্রেম তিনি তাঁহার সত্যবাদী বন্ধুগণের প্রতি করিয়া থাকেন। (আরবাইন, নং ৪, পৃঃ ২০—২২)

(২)

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও 'আহ্‌মদীয়া তরী' নিরাপদে চলিবে

ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, যাঁহাকে খোদাতা'লা এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার যোগে তিনি জগতে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চান, এরূপ ব্যক্তিকে কতিপয় অজ্ঞ, ভীরু, অপরিপক্ক, অপূর্ণ এবং বে-ওফা সাধুর জন্য ধ্বংস করিয়া দিবেন? যদি দুইটি তরীর পরস্পর সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং তন্মধ্যে একটিতে তৎকালীন ন্যায়পরায়ণ, দয়াদ্র-চিত্ত, হিতকামী ও সাধুপ্রকৃতি বাদ্‌শাহ্‌ তদীয় বিশেষ সচিবগণসহ আরূঢ় থাকেন, এবং অপরটিতে কতিপয় মেথর, চর্ম্মকার, বদ্‌মায়েস ও বিকলাঙ্গ লোক বসা থাকে এবং অবস্থা এরূপ দাড়ায় যে, একটিকে বাঁচাইতে হইলে অপরটিকে যাত্রীসহ ধ্বংস করিতে হয়—তখন বল, কোন পথ অবলম্বন করা উত্তম হইবে?—সেই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের তরীকে ধ্বংস করা হইবে, না কি বদমায়েসদের সেই ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত তরীকে ধ্বংস করা হইবে? আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, বাদশাহ্‌র তরীকেই বহু শক্তি প্রয়োগে ও সাহায্যক্রমে রক্ষা করা হইবে, এবং এই মেথর ও চর্ম্মকারদের তরীকে ধ্বংস করা হইবে এবং অতি নিঃসঙ্কোচে তাহা করা হইবে, এবং উহাদের ধ্বংসেই জগৎ সন্তুষ্ট হইবে, কারণ জগতের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌র প্রয়োজন অধিক, এবং তাঁহার মৃত্যুতে এক জগতের মৃত্যু হয়। কতিপয় মেথর চামার মরিয়া গেলে, তাহাদের মৃত্যুতে দুনিয়ার 'এন্তেজাম' বা শৃঙ্খলার কোন ক্ষতি হইবে না। সুতরাং খোদাতা'লার এই সুন্নত (রীতি) যে, যখনই তাঁহার প্রেরিত পুরুষদের বিরুদ্ধে অপর এক দল দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা নিজকে যতই নেক (সাধু) মনে করুক না কেন, খোদাতালা তাহাদিগকেই ধ্বংস করিয়া দেন এবং তাহাদেরই ধ্বংসের সময় উপস্থিত হয়; কারণ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তাঁহার রসুলকে প্রেরণ করেন তাঁহাকে ধ্বংস করা তিনি পছন্দ করেন না; কেননা তদ্রূপ করিলে তিনি

নিজেই নিজের উদ্দেশ্যের শত্রুতাচরণ করিবেন, এবং ধরণীতে তাঁহার এবাদত (উপাসনা) করিবার কেহ থাকিবে না (তাজ-কেরাতুস্‌শাহাদাতীন্‌, ৬৯-৭০ পৃঃ)।

(৩)

শত্রুদের অপবাদ ও খোদাতা'লার কুদ্‌রতের বিকাশ

পূত-চরিত্র এবং খোদাতা'লার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধশীল ব্যক্তি আপন গোপন সম্বন্ধের কথা প্রকাশ করেন না। পাপী যেমন আপন পাপকে ঢাকিয়া রাখে, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিও তাঁহার সম্বন্ধকে লুক্কায়িত রাখেন। কোন দুর্বৃত্ত আপন কুকর্ম্ম করিবার কালে ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, সেই ব্যক্তিও তাঁহার গুপ্ত ঐশী সম্পর্কের কথা কেহ জানিতে পারিলে তদ্রূপ লজ্জিত হন। খাঁটি ঐশী প্রেমিক ও খাঁটি ঐশী প্রণয়ী গুপ্ত থাকা পছন্দ করেন। তাই পবিত্র ব্যক্তিদের অন্তরের রহস্য কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। অবশ্য তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকা খোদাতা'লা পছন্দ করেন না। খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয়জনের জন্য এরূপ 'গয়রত' দেখান যে, দুনিয়াতে কেহ কাহারো জন্য তদ্রূপ 'গয়রত' দেখাইতে পারে না। তিনি তাঁহাদের জন্য মহা মহা কার্য্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন। অজ্ঞ শত্রুগণ কামনা করে, যেন তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়, তাঁহাদের নাম-নিশান না থাকে, তাঁহারা অপদস্থ ও দুর্ণাম প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের জীবন অপবিত্র ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হয়, এবং সহস্র সহস্র অপবাদের ভিত্তি লোক-সম্মুখে উপস্থিত করে। কিন্তু যিনি তাঁহাদের অন্তর দেখেন এবং তাঁহাদের পবিত্র সম্বন্ধের কথা জ্ঞাত আছেন, তিনি দুষ্ট প্রকৃতি শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বয়ং দণ্ডায়মান হন এবং তাঁহার গয়রত তাঁহার এই প্রিয়জনের জন্য উত্তেজিত হয়। তখন তিনি লক্ষ লক্ষ অপবাদকে কুদরতের একই বিকাশে বিলোপ করিয়া দেন। (চশ্‌মায়ে মারেফাত, ১৬ পৃঃ)

(৪)

হীন-প্রকৃতি লোকদের রীতি ও তাহাদের পরিণতি

'ফাসেক' বা পাপাচারীদের রীতি এই যে, তাহারা কোন ব্যক্তির দোষান্বেষণ করিবার সময় তাহার জীবনের সেই সকল ঘটনা পরিত্যাগ করে যাহার শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকে এবং দুরোদ্দেশ্যে সেই সকল ঘটনা অবলম্বন করে যাহা বিরল ও দ্বিরার্থবাচক। তাহারা জানে না যে, এই দ্বিরার্থবাচক ঘটনা—যাহা পবিত্র লোকগণের জীবনে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়—দুষ্টমতি লোকদের পরীক্ষার জন্য রাখা হইয়াছে। খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলে তাঁহার পবিত্র বান্দাদের জীবনপদ্ধতি ও কার্য্যাবলী সর্ব্বদিক দিয়াই এরূপ পরিস্কার ও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতে পারিতেন যে, দুষ্ট-প্রকৃতি লোকদের দোষারোপ করিবার কোন উপায় থাকিত না, কিন্তু ঐ হীন-প্রকৃতি লোকদের হীনতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে খোদাতা'লা তাহা করেন নাই। নবী, রসুল ও আওলিয়াগণের জীবনে তাঁহাদের 'তাক্‌ওয়া' (ধর্ম্মভীরুতা), 'তাহারাত' (পবিত্রতা), 'আমানত' (বিশ্বস্ততা), 'দেয়ানত' (সততা), 'সিদ্‌ক্‌' (সত্যবাদীতা) ও প্রতিজ্ঞাপালনের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত থাকে এবং স্বয়ং খোদাতা'লার সাহায্য ও সহায়তা তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করে; কিন্তু দুষ্ট-প্রকৃতি লোকেরা এই সকল দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া দোষান্বেষণে রত থাকে। অবশেষে তাহারা সেই দ্বিরার্থবোধক বিষয়কে যাহা কোরান শরীফের ন্যায় তাঁহাদের (পবিত্র লোকদের) জীবনেও বিদ্যমান থাকে—কিন্তু অতি বিরল—আপন দোষারোপের ভিত্তি করিয়া লয়, এবং এইরূপে ধ্বংসের পথ অবলম্বন করতঃ নরকগামী হয়। (তরিয়াকুলকুলুব, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১২৭, টীকা)

(৫)

প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহারে 'হালাল' (বৈধ) দ্রব্যও 'হারাম' (অবৈধ) হইয়া যায়

মানুষ কেবল চুরি ও ব্যভিচারকেই পাপ মনে করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, রসনা-তৃপ্তিতে মত্ত হওয়াও পাপ। কেহ যদি তাহার অধিকাংশ সময় বিলাস ও আরামে কাটাইয়া কখনো-বা উঠিয়া দু-চার বার নামাজে মাথাও ঠুকায় তবে তদ্রূপ ব্যক্তি 'নমরুদী' (ধর্ম্মহীন) জীবনই যাপন করে। আঁ-হজরতের (সাঃ) কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম দেখিয়া আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছিলেন, "তুমি কি পরিশ্রম করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিবে? আমি-ত তোমার জন্য স্ত্রীও হালাল করিয়াছি।" মাতা যেমন সন্তানকে পাঠ বা অন্য কর্ম্মে নিমজ্জিত দেখিয়া তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাকে খেলাধূলা করিতে অনুমতি দেন, এখানে খোদাতা'লাও তাঁহার রসুলের প্রতি তদ্রূপ বাক্যই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি যেন নব-জীবন লাভ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মের কাজে নিয়োজিত হইতে পারেন তজ্জন্যই খোদাতা'লা এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ

কখনো এই নয় যে, তিনি ইন্দ্রিয় সেবায় রত হইবেন।

অজ্ঞ দোষারোপকারিগণ একদিক দেখে এবং অপরদিক উপেক্ষা করে। আঁ-হজরতের (সাঃ) মনের গতি প্রকৃত পক্ষে কোন দিকে ছিল এবং রাত দিন তিনি কি ভাবনায় রত থাকিতেন তাহা পাদরিগণ কখনো বিবেচনা করে না। অনেক মুল্লা ও সাধারণ লোক এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাহাদিগকে যদি বলা হয়, 'তোমরা কাম বৃত্তির দাসত্ব করিতেছ', তাহারা উত্তর দেয়, 'আমরা কি হারাম করিতেছি? শরিয়ত আমাদিগকে অনুমতি দেয় বলিয়াই আমরা এরূপ করি।' তাহাদের একথার জ্ঞান নাই যে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহারে 'হালাল' জিনিষও 'হারাম' হইয়া যায়।

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

এই আয়েত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষকে কেবল এবাদতের (আল্লাহ্‌র উপাসনার) জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুক প্রয়োজন ততটুক সে ভোগ করিতে পারে। যদি তদতিরিক্ত সে গ্রহণ করে, তবে তাহা 'হালাল' হইলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া তাহার জন্য তাহা 'হারাম' হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি রাত্রি দিন ইন্দ্রিয় সেবায় রত, সে এবাদতের কর্ত্তব্য কেমন করিয়া সম্পন্ন করিবে? তিক্ত বা কঠোর জীবন যাপন করা মোমেনের জন্য আবশ্যকীয়।

(বদর, ১৯০৪)

বেহেস্তি মোক্‌বেরা *

স্বর্গীয় নন্দন, বন কি উপবন,
পরিচয় চাহি তার,
কে দিবে উত্তর, বলগো সত্বর,
সবুর সহেনা আর।
দিতেছি উপমা, হেন নিরূপমা
ধরার মাঝেই আছে,
আহা মরি মরি, কিবা রূপ তারি,
দেখাব কাহার কাছে।
মোক্‌বেরা স্থান, জুড়ায় পরাণ
স্নিগধ শীতল বায়ে,
কুসুম ফুটিয়া পড়িছে ঝরিয়া
অমনি তাহার গায়ে।
কাতারে কাতারে, রেখেছে তাহারে
সাজায়ে আপন হাতে,
কিবা পরিপাটি সুন্দর মাটি
হয়েছে তাহার সাথে।
ভাগ্যবান সেই দিয়াছেন যেই
আপন অংশ হইতে,
তিনিই যে পান হেথায় গো স্থান
নবীর আদেশ মতে।
চারিদিকে ঘেরা প্রাচীরের বেড়া
মাঝখানেতে তাহার,
খোদার বন্ধু গুণের সিন্ধু
শায়িত নবী আমার।
স্মৃতিটি তাহার, অমৃত ধারার,
বর্ণনা করিতে নারি,
শুভ্র সুন্দর, অতি মনোহর,
চিত্ত লয় যেন কাড়ি।
পাশাপাশি তার রহিয়াছে আর
পাতার নিকুঞ্জ মাঝে,
মালাটি পড়িয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে
কিবা অপরূপ সাজে।
ইন্নালিল্লাহ্, তারীফ-আল্লাহ্,
তোমারই গুণ গাই,
মোবারক ভূমি কহিতেছি চুমি
হেথা হয় মোর ঠাঁই,
কত যে বাসনা, কত যে কামনা,
রয়েছে চিত্তে আমার,
জানি আমি বেশ, অমর অশেষ
তুলনা হবে না তার।
যারা ছিল কামী, ওগো ভবস্বামী
করেছ বেহেস্ত দান,
সেথা আমারেও দিও, ওগো দিও
তাঁহার নিকটে স্থান।
তোমার লাগিয়ে, রয়েছি বসিয়ে
জীবন নদীর পারে
আমার জীবন, আমার মরণ
হোক্ তুষিতে তোমারে।

—আমীন।

আমেনা

---

* কাদীয়ানে হজরত মসিহ মাউদের (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত 'বেহেস্তি মোকবেরা' নামীয় সমাধিস্থান দর্শনে লেখিকা এই কবিতা রচনা করেন—সঃ আঃ।

মোনাফেকদের পৃথক হওয়া জমাতের পক্ষে কখনো ক্ষতিকর নয়

জন-সংখ্যা নহে 'এখলাস' ও 'ইমান' আমাদের শক্তির ভিত্তি

আমি ক্রমাগত কতকগুলি খোৎবা দ্বারা জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি যে, খোদাত'লা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমাতসমূহের শক্তি জন-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। তাহাদের শক্তি নির্ভর করে 'এখ্‌লাস' ও 'ইমান' বা আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের উপর।

দুঃখের সহিত আমাকে একথা বলিতে হয় যে, আমাদের জমাতের অনেকেরই এখন পর্য্যন্ত এই অনুভূতি জাগ্রত হয় নাই; তাহারা এখন পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। তাহারা খোৎবা শুনে, কিন্তু তাহা তাহাদের এক কাণ দ্বারা প্রবেশ করিয়া অন্য কাণ দ্বারা বাহির হইয়া যায়। যত বড়ই কোন 'নেয়ামত', বা সম্পদ হউক না কেন, তাহা কাজে না লাগাইলে, এবং যত বড়ই কোন 'নসিহত' বা উপদেশ হউক না কেন, তাহা পালন না করিলে, মানুষের কোন উপকার হয় না।

মোনাফেকদের প্রতিকার

মোনাফেকদের অস্তিত্ব জমাতের পক্ষে অতি বিষময়, কিন্তু ইহার প্রতিকারের প্রতি খুব কম লোকেরই লক্ষ্য। এই ঔদাসীন্যের ফল ইহাই হইবে যে, খোদাতা'লা স্বহস্তে একাজ গ্রহণ করিবেন। যখন খোদাতা'লা কোন কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন তিনি ইহা দেখেন না যে, ইহার 'আসর' বা প্রতিক্রিয়া অন্যান্যের প্রতি কিরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ হয়।

গৃহের মধ্যে যখন তোমরা অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তখন তোমরা এই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাক যে, সেই অগ্নি যেন তোমাদের আসবাব পত্রে না লাগে এবং উনুনেই সীমাবদ্ধ থাকে। তোমরা কখনো ইহা সহ্য করিতে পার না, কিম্বা এরূপ কোন অসাবধানতা অবলম্বন কর না, যাহার ফলে সেই অগ্নি উনুন হইতে বাহির হইয়া তোমাদের আসবাব পত্রে ধরে এবং পরে তোমাদের গৃহ দগ্ধ করিয়া তোমাদের প্রতিবেশীদের গৃহাদি ও জিনিষপত্র দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে।

এই অগ্নিই যখন খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রজ্বলিত হয়, তখন তাহা বহুল ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং কত মাল, আসবাব বিনষ্ট করে! খোদাতা'লার তরফ হইতে যখন কোথাও অগ্নিকাণ্ড হয়, তখন অধিকাংশস্থলে তাহা গৃহের সমস্ত আসবাব পত্র দগ্ধ করে। অনেক সময় শুধু একটি গৃহের মাল ও আসবাবই দগ্ধ করে না, বরং প্রতিবেশীদের গৃহাদি ও তাহাদের আসবাবাদি দগ্ধ করে। অনেক সময় তাহা সমুদয় মহাল্লা, সমুদয় সহর দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে।

দুই প্রকার 'এবতেলা' বা বিপদ ও পরীক্ষা

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মুখে আমি স্বকর্ণে বারম্বার শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্‌তা'লার দিক হইতে দুই প্রকার এব্‌তেলা (বিপদ বা পরীক্ষা) উপস্থিত হইয়া থাকে। এক প্রকার 'এবতেলায়' বান্দাকে নিজের আরামের ব্যবস্থা করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, তিনি বলিতেন, "দেখ, ওজু করাও এক প্রকার 'এবতেলা'।" শীতকালে যখন শীতের প্রকোপ বোধ হইতে থাকে এবং ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে এবং সামান্য বায়ু স্পর্শেও মানুষ কষ্ট অনুভব করে, তখন খোদাতা'লার তরফ হইতে মানুষের প্রতি আদেশ করা হয় "নামাজ পড়িবার জন্য 'ওজু' কর।" অনেক সময় নামাজ পড়িবার সময় গরম জল থাকে না; কলসীতে শীতল জল থাকে তদ্বারাই 'ওজু' করিতে হয়। তিনি বলিতেন, ইহাও একটি এব্‌তেলা। ইহা আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনগণের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু এই এব্‌তেলায় বান্দাকে 'এখ্‌তিয়ার' বা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে এই অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, জল ঠাণ্ডা হইলে, তাহা গরম করিয়া নিতে পারে। অন্য কথায়, খোদাতা'লার বিধানানুযায়ী ইহা এক প্রকার **'স্বেচ্ছাধীন এব্‌তেলা'**। সে হয়ত গরম জল ব্যবহার করিতে

পারে, কিম্বা মসজিদে তদ্রূপ জলের ব্যবহার থাকিলে সেখানে যাইয়া ওজু করিতে পারে, কিম্বা কূপ হইতে জল উঠাইয়া তদ্বারা 'ওজু' করিতে পারে। শীতের সময় কূপের জল গরমই থাকে।

সেইরূপ, আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে প্রত্যুষে 'ফজরের নামাজ' পড়িবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। শীতের সময়ে অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা কষ্টকর। মানুষের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জাম থাকিলে এই কষ্টও সে স্বীকার না করিয়া চলিতে পারে। যেমন, **'তাহাজ্জুদের নামাজ'** পড়িবার অভ্যাস থাকিলে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িবার সময় দরজাগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিতে পারে, যেন গৃহ গরম থাকে এবং বাহির হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে আসিতে না পারে। 'ফজরের' সময় মসজিদে নামাজ পড়িবার জন্য যাওয়াকালে গরম কাপড়, জামা চাদর বা কম্বল ব্যবহার করা যায়। যাহারা একেবারে গরীব, তাহাদের বস্ত্রাভাবে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। কারণ এরূপ ব্যক্তিগণ সর্দ্দি সহ্য করিতে অভ্যস্ত।

খোদাতা'লার বিধান এই যে, মানুষ যাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে তাহার কষ্ট হয় না। এজন্যই কোরান করীমে বর্ণিত হইয়াছে যে, দোজখীদিগকে যখন দোজখে 'আজাব' দেওয়া হইবে, তখন কিছুকাল পর তাহাদের চর্ম্ম পক্ক হইয়া পড়িবে এবং 'আজাব' সহ্য করিবার অভ্যাস হইয়া পড়িবে, তখন بدلنهم جلودا غيرها "আমি তাহাদের চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে নূতন চর্ম্ম দেওয়া হইবে।" কারণ একই চর্ম্ম থাকিলে দোজখের 'আজাব' সহ্য করিবার অভ্যাস হইয়া পড়িবে। দোজখে দোজখীদিগকে 'আজাব' অনুভব করানই আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা, তাই কিছুকাল পর পর তাহাদিগকে নব-চর্ম্ম প্রদত্ত হইবে, যেন তাহারা সর্ব্বদাই 'আজাব' অনুভব করিতে থাকে এবং আজাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় তাহার কষ্টানুভূতি তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে লয় প্রাপ্ত না হয়।

এ প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে, স্নায়ুমণ্ডলী সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান আমাদের যুগে জানা গিয়াছে। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নায়ু সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত জ্ঞান ছিল না। কারণ এই জ্ঞানের সম্বন্ধ বহুলরূপে অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। পূর্ব্বে অনুবিক্ষণ যন্ত্র ছিল না বলিয়া পূর্ব্বকার চিকিৎসকগণ বিশদরূপে জানিতেন না যে, মানুষের সমগ্র চর্ম্ম ব্যাপিয়া অনুভূতিসম্পন্ন স্নায়ুমণ্ডলীর এক প্রকার জাল বিস্তৃত আছে। সেই জাল এত সূক্ষ্ম যে অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও কখন কখন তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা আধুনিক গবেষণার ফল। কোরান করীম ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছে যে, অনুভূতি হয় চর্ম্ম দ্বারা; অথচ বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহা জানা ছিল না। কোরান করীমই ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছে। এজন্য খোদাতালা কিছুকাল পরপর দোজখীদের চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবেন; এভাবে তাহাদিগকে নূতন স্নায়ুমণ্ডলী প্রদান করিয়া অনুভূতি সজাগ করিবেন।

যাহাহউক, খোদাতালার বিধান এই যে, কোন দুঃখ বা কষ্টের অভ্যাস গঠিত হইয়া পড়িলে তাহার সম্বন্ধে মানুষের অনুভূতি হ্রাস পায়। যে সমস্ত গরীব লোক কোন গরম বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না, তাহাদের চর্ম্মকেই খোদাতালা সহনশীল করিয়া দেন। তাহাই তাহাদের খোদা-প্রদত্ত বস্ত্র। তাহাদের চর্ম্মে শীত ও তাপ সহ্য করিবার শক্তি প্রদত্ত হয়। যাহাদের বস্ত্রাদি আছে, তাহারা-ত বস্ত্র পরিধান করিতেই পারে। আলোচ্য 'এবতেলায়' মানুষকে এই এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছে যে, সে ইচ্ছা করিলে তাহার সুখ সুবিধার বিধান করিতে পারে।

এই 'এখ্‌তিয়ার এবতেলা'র সুবিধা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে না পারিলে, খোদাতা'লা মানুষকে কঠিনতর 'এবতেলায়' ফেলেন; তখন সে ধাক্কা খায় এবং অন্যান্যগণও তাহাতে আহত বা আক্রান্ত হয় এবং সকলকেই আলোড়িত করা হয়।

মদিনায় কতিপয় ঈহুদী জাতির বসবাস ছিল। তাহারা মোসলমানগণের সহিত সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ, ফেৎনাফসাদ করিত। তাহাদের ধৃষ্টতা সর্ব্বসীমা অতিক্রম করিলে রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের সম্মুখে এই প্রস্তাব পেশ করিলেন, "যদি চাও তোমরা নিজেদের শাস্তির বিধান নিজেরাই কর, কিম্বা যদি চাও আমি তোমাদিগকে শাস্তি করিব।" তাহারা ছিল বুদ্ধিমান; তাহারা বলিল, "আমরা স্বয়ং আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি।" তাহারা মদিনা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল।

কোন কোন সময় খোদা ও তাঁহার রসুলগণের শত্রুগণ বলিয়া থাকে যে, তাহারা ও নবীর জমাত একত্র বসবাস করিতে পারে না। তাহারা নবীর জমাতকে দেশ ত্যাগ করিতে বলে, নচেৎ বাহির করিয়া দিবে বলিয়া ধমকি দেয়। তখন খোদাতালা তাহাদিগকে উত্তর করেন, "ইহা আমার জমিন ও তাহারা আমার বান্দা। তাহারা এখান হইতে যাইতে পারে না। যদি

তোমরা আমার নবীর জমাতের সহিত একত্রে বাস করিতে না পার, তবে আমি তোমাদিগকেই এখান হইতে বহিষ্কৃত করিব। ফলে খোদাতা'লা তাহাদিগকে বহিস্কৃত করেন। তাঁহার বহিষ্কৃত করিবার নিয়ম এই যে, যে ভাবে তিনি কাঙ্গরার লোকদিগকে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন, যে ভাবে তিনি বিহারের লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে তিনি কোয়েটার লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন সেই ভাবেই তিনি বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন।

খোদাতা'লার এই শাস্তিতে অপরাপর কতক লোকেরাও গ্রেফতার হয়। কারণ খোদাতালার কানুন এই :—

ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار

খোদাতা'লা বলেন, "হয়ত তোমরা 'জালেম' প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগকে তোমাদিগ হইতে পৃথক কর, অথবা যদি তোমরা তাহাদিগকে পৃথক করিবার জন্য প্রস্তুত না হও, তবে স্মরণ রাখিবে যে, যখন আমি "জালেম'দের গৃহে অগ্নি বর্ষন করিব, তখন তাহা তোমাদের গৃহ দগ্ধ করিলে কোন অভিযোগ করিতে পারিবে না।"

আমাদের সমস্যা

আমাদের জমাতের সম্মুখেও এখন এই সমস্যা উপস্থিত। হয়ত খোদাতা'লার অগ্নিকে আমাদের গৃহ দগ্ধ করিতে দিতে হইবে, নতুবা আমাদিগকে মোনাফেক (কপট) বা মোনাফেক প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগ হইতে পৃথক হইতে হইবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় কোন পথ নাই। এই দুই অবস্থার মধ্যে একটী অবস্থা অবশ্যই ঘটিবে। হয়ত মোনাফেকগণ আমাদের জমাত হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, নতুবা খোদা তাহাদের গৃহগুলি ভস্মীভূত করিবেন এবং তাহাদের গৃহ দগ্ধ করা কালে সেই সকল লোকদের গৃহগুলিও দগ্ধ করিবেন যাহারা তাহাদের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখে।

তোমাদের নিকট খোদাতা'লার এই সেলসেলা (ঐশী-প্রতিষ্ঠান) যেমনই প্রিয় হউক না কেন, খোদাতা'লার নিকট ইহা জগতের সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম। কারণ ইহা সত্য। যখন হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত তিনি সত্য সংরক্ষণের জন্য উপকরণ সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের স্বীয় জীবনে যে সকল মোনাফেকের সহিত সংশ্রব হয়, তাহাদের সংখ্যা কত? কাদিয়ান ও কাদিয়ানের বহির্দ্দেশের মোনাফেকদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত দুই চারি হাজার হইবে। এই দুই চারি সহস্র মোনাফেক সমস্ত বিশ্ববাসীর তুলনায় কি অস্তিত্ব রাখে? বিশ্ববাসীর সংখ্যা এখন দুই অর্ব্বুদ। এই দুই অর্ব্বুদ লোকের তুলনায় দুই চারি হাজার মোনাফেকের কোন স্থান নাই।

আহ্‌মদীয়তের সম্বন্ধ

আহ্‌মদীয়ত যে সত্য প্রকাশ করে, এবং যে সত্য ইসলাম পেশ করে, সেই সত্যের সম্বন্ধ দুই অর্ব্বুদ মানবের সহিত নয়, বরং ইহার সম্বন্ধ মানব-জগতের সহিত এবং শুধু মানব-জগতের সহিত নহে, সমগ্র বিশ্বের সহিত ইহার সম্বন্ধ; কারণ মানুষ ক্ষুদ্র-বিশ্ব। সমগ্র জগৎ তাহার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। সত্যের পূর্ণ আদর্শ হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) জগতে অবির্ভূত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলেন :—

لولاک لما خلقت الا فلاک

"তুমি না হইলে আমি আসমান জমিন কখনো সৃষ্টি করিতাম না।" খোদাতা'লা তাঁহাকে মানব হিসাবে বলেন নাই যে, "তুমি জন্মগ্রহণ না করিলে আমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিতাম না," বরং সত্যের অবতার হিসাবে খোদাতা'লা তাঁহাকে ইহা বলিয়াছেন। ইহা বলিবার কারণ হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সত্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। সত্য ও হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না।

সেইরূপ, এখন হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) খোদাতা'লা বলিয়াছেন :—

لولاک لما خلقت الا فلاک

"তুমি না হইলে আমি জমিন আসমান সৃষ্টি করিতাম না"। তাঁহাকেও ইহা তাঁহার মানবতার দিক দিয়া বলা হয় নাই, বরং সত্যের একজন অবতার হিসাবে তাঁহাকে ইহা বলা হইয়াছে। ইহা বলিবার কারণ, তাঁহার অস্তিত্ব সত্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ও সত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

খোদাতা'লা যে বলিয়াছেন,

لولاک لما خلقت الا فلاک

"তুমি না হইলে আমি জমিন আসমান সৃষ্টি করিতাম না, ইহার অর্থ শুধু ইহাই যে, "যদি সত্য না হইত—যদি জগতে এই মর্ম্মগত বিষয় নিহিত না থাকিত, যাহা সমস্ত বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ, যাহা খোদা হইতে আসে এবং খোদাতেই যাইয়া মিশে,—তবে আমি আসমান জমিন কখনো সৃষ্টি করিতাম না।" এই সমগ্র বিশ্ব এই সত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে—সেই চির, অনাদি,

অনন্ত সত্যের জন্য, যাহা খোদা হইতে আসে এবং খোদাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই চির-সত্যের পূর্ণতম রূপ বা অবতার ছিলেন হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)। এই নিমিত্ত খোদাতা'লা তাঁহাকে বলিয়াছেন —

لولاک لما خلقت الا فلاک

(তুমি না হইলে আমি আসমান, জমিন সৃষ্টি করিতাম না)। এই স্থায়ী বা চির সত্যের **প্রতিবিম্বস্বরূপ প্রতিনিধি** বা অবতার ছিলেন হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)। এজন্য আল্লাহতা'লা তাঁহাকেও বলিয়াছিলেন,

لولاک لما خلقت الا فلاک

(তুমি না হইলে আমি, আসমান জমিন সৃষ্টি করিতাম না)।

মৌলিকভাবে হজরত মোহাম্মদকেই (সাঃ) বলা হইয়াছে,

لولاک لما خلقت الا فلاک

"হে মোহাম্মদ (সাঃ) তুমি এই চির বা স্থায়ী সত্যের অবতার যাহা আমার নিকট হইতে আসে এবং আমাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।" هو الاول والاخر والظاهر والباطن

(অর্থাৎ, তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশিত তিনি নিহিত)—এই বাণীতেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত আছে। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, "যদি তোমাকে সৃষ্টি করা না হইত তবে আমি আসমান জমিন সৃষ্টি করিতাম না। এক কালে তুমি সত্যের প্রতিনিধি বা অবতার হইবে বলিয়াই আমি আসমান জমিন সৃষ্টি করিয়াছি; কারণ তোমারই দ্বারা আমার এই সত্যের প্রমাণ হয়।"

তারপর, হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) অস্তিত্বে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আপনার অস্তিত্ব বিলীন করিলে, তাঁহার প্রেমে আপনাকে লয় করিলে এবং সেই চির, অনাদি, অনন্ত সত্যের চাদর পরিধান করিলে—যাহা খোদা হইতে আসে এবং খোদাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে,— খোদাতা'লা হজরত মসিহ মাউদকেও (আঃ) এল্‌হাম বা ঐশীবাণী দ্বারা জানাইলেন, لولاک لما خلقت الا فلاک (তুমি না হইলে আমি আসমান জমিন সৃষ্টি করিতাম না)।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ, যে গোনাহ বা পাপের ফলে এই সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যে পাপের ফলে এই সমগ্র কার্য্যাদি বিনষ্ট হয় ও শঙ্খ শঙ্খ, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কাল হইতে **খোদাতা'লা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান**, তাহা সন্দেহাবৃত হইয়া পড়ে — সেই পাপ, সেই গোনাহ্‌কে আমাদের কত ঘৃণা করা উচিত। সুতরাং, হাজার দুই হাজার, লক্ষ দুই লক্ষ, কোটি দুই কোটি, কিম্বা অর্ব্বুদ দুই অর্ব্বুদ মানবের কোনই প্রশ্ন নহে; বরং যদি দশ অর্ব্বুদ মানবও **এই সত্যের বিরুদ্ধাচরণ** করে, তবে মাথার চুলকানি নিবারণের জন্য কোন একটি উকুন মারিবার ন্যায়ও অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদ মানব বিনাশের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হইবে না; কারণ সত্য জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

মানুষ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার কোন পরওয়া করা হইবে না। এক যুগের মানব কেন, কিয়ামত (প্রলয়) পর্য্যন্ত সৃষ্টিমান সমগ্র জগৎ ও জগদ্বাসীও সত্যের মোকাবিলায় কিছুই নয়। **সত্যের সহিত তাহাদের যতটুকু সম্বন্ধ, মাত্র ততটুকুই তাহাদের মর্য্যাদা।**

হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) স্থান

এই যে আমি বলিয়াছি যে, সত্যের বিরুদ্ধে অর্ব্বুদ কেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত যত মানব জন্মগ্রহণ করিবে সকলের একত্রও কোন পরওয়া করা হইবে না, ইহাতে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেই মানবগণের বহির্ভূত হইয়া পড়েন। কারণ তিনি সাধারণ মানবাপেক্ষা বহু উচ্চে, বহু উর্দ্ধে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; **তিনি অনাদি সত্যের প্রকাশ হইয়াছিলেন।**

সেইরূপ তাঁহারাও বহির্ভূত হইবেন স্ব স্ব মর্য্যাদানুযায়ী, যাঁহাদের সম্বন্ধ সত্যের সহিত। সুতরাং মানবগণ অর্থে সত্যের-প্রতিনিধি-মানব বুঝায় না। সত্যের প্রতি নবিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মানবই জগৎ সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয় (কিয়ামত) পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়; সত্যের মোকাবিলা তাহাদের কোনই স্থান বা অস্তিত্ব নাই।

এই ধরিত্রী, এই আকাশ, এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই নক্ষত্রসমূহ, এই গ্রহসমূহ ও বিবিধ বস্তু, যাহা খোদাতা'লা সৃজন করিয়াছেন, — এ সমুদয়েরই সত্যের বিরুদ্ধে কোন অস্তিত্ব নাই। খোদাতা'লা স্বয়ং বলেন,—هو الاول والاخر والظاهر والباطن

"হে মোহাম্মদ (সাঃ) এ সকল বস্তুই তোমার জন্য। কারণ তুমিই আমার সত্যের অবতার বা প্রতিনিধি। তুমি সৃষ্ট না হইলে এসব বস্তুর কোনই আবশ্যক ছিল না, কারণ সত্য ব্যতীত এসবই অতি তুচ্ছ।"

সুতরাং, কোন্ বেকুফ এরূপ মনে করিতে পারে যে, তাহার অস্তিত্ব এত বড় যে, সত্যের বিরুদ্ধে তাহার পরওয়া করা যাইতে পারে? সত্য এমন অমূল্য রত্ন যে, ইহার নিমিত্ত হজরত মোহাম্মদকেও (সাঃ) বিপদগ্রস্ত করা হইয়াছিল। মক্কা ও মদিনার লোকেরা

যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিত, তখন তাহাদের প্রত্যেকেই শুধু এজন্য আক্রমণ করিত, যেন তাহারা সেই অনাদি অনন্ত সত্য যাহা তাঁহার দ্বারা জগতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করে। সুতরাং এই সত্যের জন্য হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) প্রাণও খোদাতা'লা বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। **কোথায় সেই কোন 'মোনাফেকের' (কপট ব্যক্তির) প্রাণ, যাহা সত্যের বিরুদ্ধে 'হেফাজত' করা হইবে!**

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহা সত্য কি মিথ্যা, বলা যায় না। ঘটনাটি এই :—

রসুল করীমের (সাঃ) পিতা কোথাও হইতে আসিতেছিলেন। পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। সেই স্ত্রীলোক রসুল করীমের (সাঃ) পিতার মুখশ্রী দর্শনে এমন আত্মবোধশূন্যা হইল যে, সে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। আরবের স্ত্রীলোকদের ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকদের তুলনায় অনেকটা স্বাধীনতা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের নিজে নিজে বিবাহ-স্পৃহা প্রকাশ করা তেমন দোষনীয় ছিল না। তথাপি স্ত্রী-জাতির লজ্জা স্বাভাবিক, তাহারা পুরুষের নিকট এরূপ কথা বলিতে লজ্জানুভব করে। এই স্ত্রীলোকটি কিন্তু বলিয়াই ফেলিল, "আপনি আমাকে বিবাহ করুন।" কথিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ্ তাহাকে কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

সেই স্ত্রীলোক সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও অর্থশালিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহাকে বিবাহ করিলে তাঁহার পক্ষে লাভজনক হইত; কিন্তু তিনি উত্তর করিতে লজ্জানুভব করেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুকাল পর তিনি আবার সেই পথে গমন করিলেন। তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে এক স্থানে বসা দেখিতে পাইলেন। এবার তাঁহার মনে হইল, সে এবার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। তিনি আশা করিতেছিলেন যে, স্ত্রীলোকটি আবার স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করিবে, কিন্তু এবার স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া থাকিল, কিছুই বলিল না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সে দিন আমি এ পথে যাওয়ার কালে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, 'আমাকে বিবাহ করুন', আমি চুপ ছিলাম। আজ তুমি তাহা বল নাই কেন? ইহার কারণ কি?" স্ত্রীলোকটি বলিল, "সেদিন আপনি এ পথে গমনকালে আপনার ললাটে **একটি জ্যোতিঃ** দেদীপ্যমান ছিল। আজ তাহা দেখা যায় না।"

প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যে হজরত আবদুল্লাহ্ হজরত রসুল করীমের (সাঃ) মাতৃদেবীর নিকট মহাপুণ্যাগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মহাশুভ গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। **সেই জ্যোতিঃ**,—যাহা সেই স্ত্রীলোকটি দেখিতে পাইয়াছিল—**সেই অনাদি সত্য ছিল**, যাহা পুরুষানুক্রমে একের নিকট হইতে অন্যের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছিল। **সেই সত্য আমেনার গর্ভে** প্রবিষ্ট হইয়া **হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) যোগে ধরায় আবার প্রকাশিত হইল।**

আল্লাহ্ তা'লা সবিশেষ জানেন, এই রেওয়ায়েত সত্য কি মিথ্যা, কিন্তু ইহাতে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা 'সাঙ্কেতিক-ভাবেই' হউক না কেন।

ইহার তাৎপর্য্য

আমার যতটুকু স্মরণ হয়, এই কিম্বদন্তী "মোয়াহেবুল্-লাদুন্নিয়া" নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত। ইহা বুদ্ধির প্রতিকূল নহে। যে সকল সাধারণ ঘটনা খোদাতা'লার **নবিগণের পরিচয়ের জন্য** জগতে সংঘটিত হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহাদেরই ন্যায় আল্লাহ্ তা'লা সেই স্ত্রীলোকটিকে **"কাশফী"** (জাগ্রত স্বপ্নে) দৈব-দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন এবং জগতে যে **মোহাম্মদীয় জ্যোতিঃ** প্রকাশিত হওয়ার ছিল, সে তাহা অবলোকন করিয়াছিল।

এই ঘটনা সত্যই হউক, কিম্বা মিথ্যাই হউক, ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা ইহার সত্যাসত্য নিরূপণের দায়ীত্ব গ্রহণ না করিলেও ইহা হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতিঃ

সেই চির সত্য, সেই অনাদি অনন্ত সত্য, যাহা খোদাতা'লা হইতে আসে এবং তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। **তাহাই এ বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।** সর্ব্বমর্ম্মগত বস্তু সেই জ্যোতিঃ। 'সুরাহ নূরে' আল্লাহ্ তা'লা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। খোদাতা'লা বলেন,—

اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ্ই আসমান ও জমিনের জ্যোতিঃ (নূর)।"

সম্ভবতঃ, তোমরা বলিতে পার, আল্লাহ্‌তা'লা নিজকে জমিন ও আসমানের 'নূর' বা জ্যোতিঃ বলিয়া কেবল হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এবং কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইহার বাহন বলিয়াছেন কেন? তাঁহাদের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে প্রভেদ কি?

ইহার উত্তর এই,—কোন কোন ব্যক্তি এমন ময়লাক্ত যে, তাহাদের মধ্যে খোদাতা'লার সেই জ্যোতিঃ দেখা যায় না; অন্য কথায় তাহাদের দৃষ্টান্ত ইলিক্‌ট্রিসিটির তারের জন্য যে আবরণ ব্যবহৃত হয়, তৎস্বরূপ। এই আবরণের দরুন সেই তার উপরের দিক দিয়া নন্‌কন্‌ডাক্‌টার হয়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে না। ইহার অভ্যন্তরে সহস্র সহস্র অশ্ব-শক্তি বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইলেও বাহ্যদিক এমন নিরাপদ থাকে যে, কোন পক্ষী বা ইঁদুর উহার উপরে বসিলে কোনরূপ বেগ পায় না। কোন কোন অস্তিত্ব সেইরূপ নন-কনডাক্‌টার হয় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার জ্যোতিঃ সঞ্চালন করে না), কিন্তু কোন কোন অস্তিত্ব এমন, যাঁহারা খোদাতা'লার জ্যোতিঃ আপনার মধ্যে আহরণ করিয়া বহির্দ্দেশে তাহা প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ইলেক্‌ট্রিসিটীর তারগুলির ন্যায়।

সুতরাং খোদাতা'লা বলেন,—الله نور السمو ت والارض। অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তা'লার জ্যোতিঃ গগণ ভুবন সর্ব্বত্র বিরাজমান।" প্রভেদ শুধু এই যে, কেহ কেহ নিজেকে Non-conductor বা সেই জ্যোতিঃ সঞ্চালনে অক্ষম করিয়া তোলে। সেজন্য তাহারা এই জ্যোতিঃ দ্বারা কোনরূপ লাভবান হইতে পারে না। কেহ কেহ এই জ্যোতিঃ আহরণ করিয়া অন্যান্যের নিকট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া থাকেন। **এইরূপ অস্তিত্বই মোহাম্মদীয় 'অজুদ' বা অস্তিত্ব।**

সুতরাং গগণ-ভুবনের জ্যোতিঃ, "নূরুস্‌-সামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদ্‌" সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই 'অনাদি সত্য' যাহা খোদাতা'লা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা একমাত্র তাহারাই দেখিতে পায়, যাহারা 'অলুহিয়ত', বা ঈশ্বরত্বের চাদর পরিধান করে, যেন কেহ একথা বলিতে না পারে যে, জগতে দ্বৈত বা দ্বি-বস্তু বিদ্যমান, বরং প্রত্যেকেই যেন তাহা সন্দর্শন করিয়া ইহাই বলে যে, এই সর্ব্ব জ্যোতিই আল্লাহ্‌র প্রকাশ এবং এই জ্যোতিতে দ্বৈত নাই।

অনাদি, অনন্ত সত্য

যাহাহউক, গগণ-ভুবনের জ্যোতিঃ, "নূরুস্‌-সামাওয়াতি-ওয়াল্‌ আরদ" দ্বারা সেই **অনাদি সত্য** বুঝায়, যাহার প্রকাশ হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা হইয়াছে। এজন্যই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন:—لولاک لما خلقت الا فلاک অর্থাৎ, "আমি জগৎ এই অনাদি সত্য প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। এই অনাদি, অনন্ত সত্য পূর্ণতম ভাবে অপর কেহও প্রকাশ করে নাই। শুধু তুমিই তাহা 'কামেল' বা পূর্ণতমভাবে প্রকাশ করিয়াছ। সুতরাং, তুমি জন্মগ্রহণ না করিলে, আমি এই আসমান জমিন সৃষ্টি করিতাম না।"

সুতরাং, এই অনাদি, অনন্ত সত্য, যাহা **'আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোতিঃ** নামে অভিহিত, ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে জগতে কোন মানব, কোন জমাত, কোন বংশ, বরং কোটি কোটি, অব্বুদ অর্ব্বুদ জাতি বা বংশধরেরও কোন মূল্য নাই। নিশ্চয়ই ইহাদের সকলকেই ধ্বংস করা যাইতে পারে, কিন্তু সত্য সন্দেহযুক্ত হওয়া, কিম্বা তাহা নষ্ট হওয়া কখনো সহ্য হইতে পারে না। কোন মস্তকের একটি উকুনেরও কোন মূল্য হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সত্যের সহিত পূর্ণভাবে আপনাদিগকে যোগ করিয়াছে, সেই মানবগণ ব্যতীত অপরাপর মানবের একটি উকুনের সম মূল্যও নাই।

ছেলে বেলায় আমাদের গল্প শুনিবার বড় আগ্রহ ছিল। হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) আমরা অনুরোধ করিতাম। তিনি আমাদিগকে এমন গল্প শুনাইতেন, যদ্বারা শিক্ষা লাভ করা যায়। সেই গল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প এখন আমার স্মরণ হইয়াছে।

গল্পটি এই—হজরত নূহের (আঃ) জমানায় তুফান হওয়ার কারণ, তখনকার মানুষ অত্যন্ত পাপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যতই পাপ করিতেছিল, ততই তাহারা খোদাতা'লার চক্ষে হীন হইয়া পড়িতেছিল। একদিন একটি পাহাড়ের চূড়ায় কোন বৃক্ষে একটি পাখীর বাসায় একটি শাবক জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তাহার মা কুলায় ফিরিতেছিল না। হয় ত তাহাকে কেহ শিকার করিয়া থাকিবে, কিম্বা অন্য কোন কারণ ছিল। শাবকটি পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কেবলই মুখ খুলিতেছিল। তখন খোদাতা'লা ফেরেস্তাদিগকে আদেশ করিলেন, 'যাও, ধরণীতে বৃষ্টি বর্ষণ কর, যেন জল ঐ পাহাড়ের বৃক্ষ-গহ্বরে পক্ষি-নীড়ে উপনীত হয় এবং ঐ পক্ষি-শাবক তাহা পান করিতে পারে।'

ফেরেস্তাগণ বলিল, 'খোদা, সেখান পর্য্যন্ত জল পৌছিলে, বিশ্ব ডুবিয়া যাইবে।' খোদাতা'লা উত্তর করিলেন, 'কোন পরওয়া নাই। এখন জগদ্বাসীর প্রতি আমার সহানুভূতি সেই

পক্ষি শাবকটির সমানও নাই। আমার কাছে এখন ইহার সমান মূল্যও তাহাদের নাই।'

এই গল্প দ্বারা যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। সত্যবিবর্জ্জিত জগৎ একত্রে খোদাতা'লার নিকট পক্ষি-শাবকের তুল্য সম্মানের অধিকারীও নহে। অতএব বল, একজন কিম্বা কয়েকজন মানব সত্যের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান হইলে, তাহাদের কি পরওয়া করা যায় ?

কপটতা পরিহার কর

আমি এক দীর্ঘকাল যাবৎ তোমাদের মধ্যে যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদিগকে দেখাইয়া আসিতেছি, যাহাদের কাণ আছে তাহাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছি এবং যাহাদের অনুভূতি আছে তাহাদিগকে অনুভব করাইয়া আসিতেছি যে, **সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠা বা ইহার জীবনের মোকাবিলায় 'মোনাফেক' (কপট) কেন, তোমাদেরই প্রাণের কোন পরওয়া করা হইবে না**; বরং তোমরা সত্যের মোকাবিলায় দণ্ডয়মান হইলে কুকুরের পঁচা মৃতদেহ ফেলিবার ন্যায়, তোমাদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। মৃত কুকুরের পঁচা শব ফেলিতেও দয়ার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু তোমরা সত্যের পরিপন্থী হইলে কোন দয়া করা হইবে না, তোমাদিগকে **সেলসেলা** হইতে তৎক্ষণাৎ পৃথক করা হইবে।

আমি যেরূপ বিশদভাবে **সত্যের মূল্য** তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইহার পর কোন ব্যক্তি কি এরূপ ধারণা করিতে পারে যে, এই সত্যকে কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য বিনষ্ট হইতে দেওয়া হইবে? **আমি আমার স্থান কি জানি, তোমরা তোমাদের স্থান কি জান।** আমরা সকলেই চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, **এই সত্যের মোকাবিলায় আমাদের কোনই মূল্য নাই।**

আমাদের দেশে কুকুর সবচেয়ে ঘৃণ্য। এজন্য আমি কুকুরের উদাহরণ দিয়াছি। হইতে পারে কেহ কেহ আপন মর্য্যাদা সত্যের বিরুদ্ধে ইহাপেক্ষা অধিক মনে করিতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি, **অনাদি সত্যের বিরুদ্ধে** আপনাকে মৃত কুকুরের গলিত দেহের উপমা দ্বারাও স্বীয় মর্য্যাদা ও মূল্যের অধিক স্থান দিয়াছি, কম করি নাই। এই অনাদি সত্যের তুলনায় মানবের কোন মূল্য নাই। ইহা **আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ**। ইহার তুলনায় তুচ্ছ মানবের মূল্য কি? ইহাই একমাত্র জিনিষ যাহা সন্দর্শন করিয়া খোদাতা'লার পাক বান্দাগণ, সকল পুণ্যচেতা সাধু মহাজন মহাব্যক্তিগণ, প্রাণদান করিয়া আসিতেছেন।

হজরত নেজামুদ্দীন আওলিয়া সাহেব সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। আমি নিজে পড়ি নাই, হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি। তিনি একদা শিষ্যসহ বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। একটি ক্ষুদ্র বালক দেখিয়া তিনি তাহাকে চুম্বন করিলেন। সে অতি সুশ্রী ছিল। তাহা দেখিয়া শিষ্যগণও তাহাকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল। একজন শিষ্য তাহা করেন নাই। তিনি পরে তাহার খলিফা (স্থলবর্ত্তী) হইয়াছিলেন। সকলেই ইহাতে বলাবলি আরম্ভ করিল যে, বুজুর্গ সাহেব এক কাজ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার অনুসরণ করেন নাই।

পথে গমন করিতে করিতে হজরত নেজামুদ্দিন আওলিয়া সাহেব দেখিতে পাইলেন, এক হোটেলওয়ালা উনুনে আগুন ধরাইতেছে। ইহার শিখাগুলি এমনভাবে প্রজ্বলিত হইতেছিল যে, নিকটে দাঁড়ান দুষ্কর ছিল। ইহা দেখিয়া হজরত আওলিয়া সাহেবের চেহারায় হঠাৎ ঝাঁপ দিয়া কাহারো নিকট হইতে কিছু নেওয়ার ন্যায় ভাবোদয় হইল। তিনি হঠাৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া **অগ্নি-শিখা চুম্বন করিলেন**, কিন্তু ইহাতে তাঁহার শশ্রু, গোঁফ, মুখ, কিম্বা মাথার চুল কিছুই দগ্ধ হইল না।

তিনি সড়িয়া গেলে পর, উল্লিখিত শিষ্য অগ্নি-শিখা চুম্বন করিলেন এবং অন্যান্যগণকে বলিলেন, "তোমরাও এখন চুম্বন কর।" ইহাতে কেহ সাহস করিল না। এস্থলে কেবলমাত্র তাঁহারাই চুম্বন করিতে পারিত, যাহাদিগকে খোদাতা'লা বলেন, "অগ্নি তোমার বরং তোমার দাসগণের দাস।" যখন কেহ অগ্রসর হইল না, তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের বলাবলি সবই শুনিয়াছি। পীর সাহেব বালককে চুম্বন করেন নাই; বালকের মধ্যে তিনি **"আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ** দেখিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সেই জ্যোতিকে তিনি চুম্বন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ দেখিতে পাই নাই বলিয়া তাহাকে চুম্বন করি নাই। আমি তাহাকে চুম্বন করিলে, ইহা নাফ্‌সের উল্লাস হইত, স্বীয় গুরু পীরের অনুসরণ হইত না। এখন তিনি অগ্নিতে 'আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ' দর্শন করা কালে আমিও তাহা সন্দর্শন করি। এনিমিত্ত আমিও অগ্নিকে চুম্বন করিয়াছি। তোমরা এখন ইহা না করায় বুঝা যায়, তোমরা তখন নাফ্‌সেরই উল্লাস করিয়াছিলে।"

যাহাহউক, আল্লাহ-তা'লার জ্যোতিঃ ('নূর') প্রকাশ পায় এবং তাঁহার প্রিয় বান্দাগণ তাহা সন্দর্শন করেন—অগ্নিতেই হউক, কিম্বা অন্য বস্তুর মধ্যেই হউক। হজরত মুসাও (আঃ) আল্লাহ-তা'লার এই জ্যোতিঃ অগ্নিতে সন্দর্শন করিয়া ইহার নিকট দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন।

সুতরাং এই সত্যের মোকাবেলায়,—যাহা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) যোগে আবার সেইরূপই প্রকাশ পাইয়াছে যেরূপ হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল,—মানবের কোন অস্তিত্বই নাই।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বর্ণিত উপমা

হজরত মহিস মাউদের (আঃ) বর্ণিত একটি উপমা এখন আমার স্মরণ হইয়াছে। ইহা মৃত কুকুরের উদাহরণাপেক্ষা উত্তম। তিনি বলিতেন, এরূপ ব্যক্তির মূল্য প্লেগে মৃত ইঁদুরের সমানও নহে। নিশ্চিতই এই উপমা মৃত কুকুরের উপমাপেক্ষা অত্যন্ত ব্যপক। মৃত কুকুরের গলিত দেহ দ্বারা শুধু ঘ্রাণেন্দ্রীয় কষ্ট পায়, কিন্তু প্লেগে মৃত ইঁদুরের দ্বারা নাসিকা কেন মানব প্রাণ আক্রান্ত হয়। কারণ তদ্বারা মানবের প্রাণ নাশ সম্ভবপর।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে কপটতা (নেফাক) থাকিলে তাহা দূরীভূত কর। তোমাদের নিজের মধ্যে না থাকিলে, তোমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও থাকিলে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা কর এবং তাহার বিষ হইতে অন্যান্যকে রক্ষা কর। যদি তোমরা ইহাদের সাহায্য ও হেফাজতের জন্য দণ্ডায়মান হইতে চাও, তবে আমি বলিব, তোমরা প্লেগে মৃত ইঁদুরকেও তোমাদের গৃহে আনিয়া রাখ। তদ্রূপ করিলেই আমি বুঝিব যে, তোমরা সততা রক্ষা করিতেছ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ইহা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে তবে সে অবশ্যই এবার প্লেগের প্রকোপের সময় প্লেগদুষ্ট স্থান হইতে ঐরূপ ইঁদুরগুলি স্বগৃহে আনিয়া রাখিবে।

যদি এরূপ করিবার জন্য কেহ প্রস্তুত নহে, তবে বল, যে ব্যক্তি মোনাফেকের আশ্রয় দেওয়ার জন্য সতত প্রস্তুত, তাহার ইমান ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? আমি নিশ্চয় মনে করিব তাহার মধ্যে কপটতার (মোনাফেকাতের) কোন না কোন ধমনী আছে। সে প্লেগ হওয়ার আশঙ্কায় প্লেগে মৃত ইঁদুর গৃহে রাখিবে না, কিন্তু মোনাফেকের সহিত মেলামেশা ও বন্ধুত্বে সে কোন অনিষ্ট দেখিতে পায় না। এমতাবস্থায় আমি কেন বলিব না যে, তাহার নিজের মধ্যেই 'মোনাফেকাত' বা কপটতার কোন না কোন ভাব আছে?

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বর্ণিত আরো একটি বিষয় আমার স্মরণ আছে। তিনি বলিতেন, জালিনুস একবার বাজারে গিয়াছিলেন। একটি পাগল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। জালিনুস গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই রক্ত-মোক্ষণ করাইলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ত-মোক্ষণ করাইতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন, "সর্ব্বদাই কোন জিনিষের প্রতি সেই জাতীয় জিনিষই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আজ এক উন্মাদ ব্যক্তি বাজারে আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার মধ্যে নিশ্চিতই কোন না কোন উন্মাদ ভাব বিদ্যমান। ইহা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা করি না কেন?"

প্রতিকার বিধি

যাহাহউক, প্রথমতঃ স্বীয় বুদ্ধি ব্যবহার করিবে। তারপর দোয়া, 'আনাবৎ-ইলাল্লাহ' (খোদার সহিত মনসংযোগ) করিবে। অতঃপর, সাহসকিতা ও বীরত্ব অবলম্বন করিবে; কখনও ভীরু বা কাপুরুষ হইবে না। কখনও এরূপ মনে করিবে না যে, তোমরা দশ বিশ হাজার ব্যক্তি হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। নিশ্চয়ই যদি দশ লক্ষ ব্যক্তিও কোন 'সত্য জমাত' হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা এক কোটিতে পরিণত হইয়া আমাদের মধ্যে আসিবে। তাহারা 'মুখলিস' হইয়া আসিবে, খাটী আন্তরিকতা নিয়া আসিবে।

হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) এক বিবি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অতি সরলান্তঃকরণা ও অত্যন্ত 'মুখলিস্' ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকিত না। তাঁহার দুইটী মেয়ে ছিলেন মাত্র। মেয়ের সন্তানও প্রথম প্রথম মারা যাইত। ইহাতে মাতামহীর দুঃখ হইত। তিনি প্রায়ই হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) নিকট দোয়া করিবার জন্য আসিতেন। একবার হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না, আল্লাহ্‌তা'লা আপনার মেয়েকে সন্তান দিবেন।" আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। একবার তাঁহার কোন সন্তানের বিয়োগ

হইয়াছিল। সেই ছেলে বধির ছিল, তাহার চক্ষেও সম্ভবতঃ দোষ ছিল। সেই সন্তানের মৃত্যু হইলে একটি স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট দুঃখ প্রকাশের জন্য গিয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার ছেলে ভাল হইয়াছে; পূর্ব্বে তাহার মধ্যে শারীরিক দোষ ছিল; এখন সে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সুন্দর হওয়ার জন্য গিয়াছে।"

সুতরাং, স্মরণ রাখিবে, **খোদাতা'লার জন্য যাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হয়, তিনি তাহাদের চেয়ে উত্তম স্থলবর্ত্তী উৎপন্ন করেন। তাহারা শুধু আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং সংখ্যায়ও অনেক অধিক হয়।**

আমাদের ভরসা

যে খোদা হজরত ইব্রাহীমকে (আঃ) তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহের একান্ত বিশ্বস্ত পুত্রের কোরবানীতে এত অসংখ্য বংশধর প্রদান করিতে পারেন—আমরা আমাদের মোনাফেক পুত্রদিগকে কোরবানী করিলে সেই খোদা কি তাহাদের স্থলবর্ত্তিগণও আমাদিগকে দিবেন না, যাহাদের দ্বারা তাহাদের অভাবের পরিপূরণ হয়? নিশ্চয়ই যে জাতি খোদাতা'লার মহব্বত ও এখ্‌লাস, বা ঐকান্তিক ভালবাসাতে বিশ্বাস ও ভক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, তাহারা 'নেফাক' (কপটতা) আদৌ সহ্য করিতে পরে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা আকাশের নক্ষত্র সমূহের ন্যায় অসংখ্যরূপে বর্দ্ধিত করেন।

নক্ষত্রের উপমাতত্ত্ব

নক্ষত্রসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা অনিশ্চিত। কারণ তখন জ্যোতিষ-শাস্ত্র আজকালকার ন্যায় তেমন উন্নতি লাভ করে নাই। আমরা এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্যভাবে বুঝিতে পারি।

এখন জগতের দৈর্ঘ্য মাইল হিসাবে ধরা হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে, এক ভূমি হইতে অন্য ভূমি এত মাইল ব্যবধান আজকাল এরূপ বলা হয় না। এখন আলোর রশ্মীপাতের দিক দিয়া দৈর্ঘ্য ধরা হয়। আলো এক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল প্রবাহিত হয়। জগতের ব্যাপকতার অনুমান এই জ্যোতির গতি হইতেই করা হয়। ইহা একথার প্রমাণ যে, 'আল্লাহ্‌ই গগণ ভুবনের জ্যোতিঃ'। الله نور السموت والارض

অর্থাৎ ইহাতে বলা হইয়াছে যে, জমিন-আসমানের ব্যাপকতা সম্বন্ধে তোমরা অন্য কোনরূপে অনুমান করিতে পার না; শুধু জ্যোতিঃ ও ইহার গতি দ্বারাই অনুমান করিতে পার।

এক সেকেণ্ডে আলো ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল প্রবাহিত হয়; এক মিনিটে ১ কোটি ৮ লক্ষ মাইল, ১ ঘণ্টায় ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল, এক দিনে ১১৫ অর্ব্বুদ ৫৫ কোটি ২০ লক্ষ মাইল, এক বৎসরে ৫৫ খর্ব্ব ৭৬ অর্ব্বুদ ৭২ কোটি মাইল প্রবাহিত হয়। ইহা আলোর বাৎসরিক দৈর্ঘ্যের পরিমান।

জ্যোতিষ্কগণ বিশ্বের দৈর্ঘ্য তিন হাজার আলো বৎসর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। সুতরাং উপরোক্ত সংখ্যাকে তিন হাজার বৎসর দ্বারা গুণ করিতে হয়। ইহার যে যোগফল হয়, তাহা গণিত শাস্ত্রের দিক দিয়া বাস্তবিক ধারণাতীত; কারণ অর্ব্বুদের উপরস্থ হিসাব, প্রকৃত পক্ষে, হিসাব বলিয়া ধরা হয় না। উপরন্তু এই হিসাব এখানে শেষ হয় না। যতই নব নব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই এই অনুমানও ভ্রান্ত বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বিশ্বের দৈর্ঘ্য ছয় হাজার আলো বৎসরের সমতূল্য, কিন্তু ইহার পর সম্পূর্ণ অভিনব গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, এ সবই ভ্রমাত্মক কথা। আমরা জগতের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন অনুমান করিতে পারি না। কারণ শিশুর উচ্চতা যেমন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ জগতও বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। এখন ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাজার আলোক বৎসরের সমান।

الله نور السموت والارض

'আল্লাহ্‌ই গগণ ভুবনের জ্যোতিঃ' এই আয়েতের সত্যতার ইহাও একটি প্রমাণ। খোদা স্বয়ং অসীম বলিয়া তাঁহার জ্যোতিঃ যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাকে অসীমস্বরূপ করে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আধুনিক উন্নতির পর, হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) 'এলহাম' হইতে আমরা যে স্বাদ প্রাপ্ত হই, তাহা হজরত ইব্রাহীম (আঃ) গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মহা-ভবিষ্যদ্বাণী

যাহাহউক, আল্লাহ্‌তা'লা হজরত ইব্রাহীমকে (আঃ) বলিয়াছিলেন, 'আকাশের নক্ষত্রসমূহ যেমন কেহ গণনা করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার সন্তানদিগকেও কেহ গণনা করিতে পারিবে না।'

আকাশের নক্ষত্রগুলি সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে, তদনুসারে এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এতদ্ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে

না যে, হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধরগণ **'অসীম উন্নতি'** লাভ করিবেন এবং **যদি মানুষ কখনো তাহা গণনা করিতে সমর্থ হয়, তবে আল্লাহ তা'লা ইহা তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি করিবেন ;** কারণ খোদাতা'লা কোরান শরীফে অন্যত্র বলেন, "জমিন আসমান আল্লাহর মুষ্টিগত"।

সুতরাং যাহা খোদাতা'লার মুষ্টি মধ্যে আছে, তৎসম্বন্ধে অনুমান করা কি মানুষের সাধ্য ? এনিমিত্তই মানবের জ্ঞান ইহার নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিলে, খোদাতা'লা জগতকে আরো বৃদ্ধি করেন। এই নব গবেষণার ফলে বিজ্ঞান কর্ত্তৃক খোদাতা'লার বাণী وسع كرسيه السمٰوٰت والارض (তাঁহার জ্ঞান-গগণ ভুবন ব্যাপক) এর যথার্থতা স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব বুঝা গেল যে, গগণ-ভুবন সম্বন্ধে খোদাতা'লা ব্যতীত অপর কেহ অনুমান করিতে পারে না। যখনই মানুষের অনুমান প্রকৃত তত্ত্বের নিকটবর্ত্তী হইবে, তখনই জগৎ আরো বৃদ্ধি লাভ করিবে। কারণ উপরোক্ত আয়েত দ্বারা জানা যায়, জগৎ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান শুধু খোদাতা'লারই আছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সীমা অবগত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই যখনই মানুষ স্বীয় খেয়ালী জ্ঞানের দ্বারা কোন অনুমান স্থির করিয়াছে পরক্ষণেই জানিতে পারিয়াছে যে, প্রকৃত বিষয় ত অন্য কিছু ; খোদা জগৎ আরো বিস্তৃত করিয়াছেন।

আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিণতি

সুতরাং, আমরা যে তত্ত্ব-জ্ঞান (মারেফাত) লাভ করিয়াছি, তদনুযায়ী মোনাফেকদের জমাত হইতে পৃথক হওয়া কদাচ জমাতের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং তাহা **অসীম উন্নতির** উপায়।

খোদাতা'লা কোরান শরীফে পরিষ্কার বলেন, "যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয়, তবে তিনি তাহার পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা উত্তম স্থলবর্ত্তী প্রদান করিবেন।" সুতরাং, আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই। তোমরা সত্য সংস্থাপন কর এবং 'কুফর' (অধর্ম্ম) ও 'নেফাক' (কপটতা) তোমাদের মধ্য হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্নবান হও। এই কপটতা তোমাদের মধ্যেই থাকুক, তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বা প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর ব্যক্তির মধ্যেই থাকুক না কেন, তাহা দূরীভূত কর। তোমরা এ সকলকেই আল্লাহ্‌র জন্য কোর্‌বান কর, যেন তোমরা সেই পুরস্কার লাভ করিতে পার, যাহা কোরবানীর ফলে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হয়।

তোমরা হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) ন্যায় **তোমাদের প্রিয়জনের কোরবানীর জন্য প্রস্তুত না হইলে খোদাতা'লা তোমাদের সংখ্যা অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি করিবেন কেন ?** কপটতা ও শঠতা বৃদ্ধির জন্য কি খোদাতা'লা তোমাদিগকে বৃদ্ধি করিবেন ? তোমরা যখন সর্ব্বপ্রকার কপটতা, শঠতা, বিপ্লব ও অন্যায়াচরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে, তখন খোদাতা'লা তোমাদের সম্বন্ধে বলিবেন, "ইহারা আমার বাগানের বীজ, এস, ইহাদিগকে আমার জান্নাতে (বাগানে) বপন করি।" তোমাদের মধ্যে কপটতার লেশমাত্র থাকিলে তোমরা অব্যবহার্য্য, ঘুনে খাওয়া বীজ স্বরূপ। খোদা কদাচ তোমাদিগকে তাঁহার বাগানে বপন করিবেন না। যে বীজে ফল হইবে, তিনি শুধু তাহাই তাঁহার বাগানে বপন করিবেন। সেই বীজ কি ? সেই বীজ মোনাফেকও নহে এবং মোনাফেকাতের (কপট-স্বভাবের) কোন লেশ তাহার মধ্যে নাই। 'মোসলেম্' ব্যক্তিই সেই বীজ। তদ্রূপ ব্যক্তি বেহেস্তে **চির-জীবন** লাভ করিবে।

বেহেস্ত কি

তোমরা বেহেস্তকে কি মনে কর ? বেহেস্ত সেই পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের আবাসস্থান যাহারা সর্ব্বতোভাবে 'কুফর ও নেফাক' হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে। ইহারই প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক খোদাতা'লা বলিয়াছেন,—

فادخلی عبادی وادخلی جنتی

"হে আমার বান্দা, এস, তুমি আমার বাগানের বৃক্ষ হও।"

হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন :—

غرست لک بیدی رحمتی وقدرتی

অর্থাৎ, 'আমি স্বহস্তে তোমার জন্য আমার 'রহমত ও কুদরত' বা অনুগ্রহ ও মহিমার বৃক্ষ রোপন করিয়াছি। আরো বলিয়াছেন,

میں تیرے لئے اسماعیلی درخت بریا ھے

"আমি তোমার জন্য ইসমাইলী বৃক্ষ রোপন করিয়াছি।" অর্থাৎ তোমার এমন এক পুত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, যিনি ইসমাইল স্বরূপ হইবেন, অর্থাৎ তিনি সমগ্র বিশ্বের সহিত সংগ্রাম করিবেন, বিশ্ববাসী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। সেইরূপ সাহেবজাদা আব্দুল লতীফ সাহেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

کابل سے اکھیڑا گیا اور ھمارے ھاں لگایا گیا

'কাবুল হইতে উৎখাত হইয়াছে এবং আমার নিকট রোপিত হইয়াছে।'

সুতরাং বেহেস্তের বা খোদাতা'লার বাগানের প্রকৃত বৃক্ষ সেই আত্মাগুলিই যাহারা সংসার হইতে পবিত্র হইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট যায় এবং খোদাতা'লার জ্যোতিঃ-সলিলে চির-জীবন লাভ করে।

সুতরাং যদি তোমরা চির-জীবন লাভ করিতে চাও, তবে কপটতা হইতে হৃদয় সর্ব্বতোভাবে পবিত্র কর এবং 'কামেল' বা পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করিয়া বেহেস্তের বৃক্ষে পরিণত হও। তাহা হইলে খোদাতা'লা তোমাদের নিকটে আসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে চির নৈকট্য প্রদান করিবেন।

ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্র নাথ *

[মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব]

ধর্ম্মের অর্থ

যে সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া মানবের ইহজীবন ও মৃত্যুর পরপারের অনন্ত জীবন কল্যাণময় হয়—যে সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া মানুষ বিশ্ব-স্রষ্টাকে লাভ করিতে পারে—যে শিক্ষা বিশ্ব-স্রষ্টা মানবের ইহকাল ও পরকালকে কল্যাণমণ্ডিত করিবার জন্য ঐশী প্রেরিত মহাপুরুষগণের মারফত দান করিয়াছে—যে নিত্য সত্যসমূহ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সাফল্য-মণ্ডিত করে—ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ লোকে ইহাই বুঝিয়া থাকে।

'ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ' অর্থে বিশ্ব-স্রষ্টার বা নিত্য সত্যের একাধিপত্য বুঝায়। যাহা নিত্য সত্য সকল মানুষই যদি তাহা মানিয়া লয় তাহা হইলেই ধর্ম্মের একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

কাহারো আধিপত্য স্বীকার না করার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

অন্যায়ের আধিপত্য স্বীকার করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম গোলামী।

অন্যায়ের গোলামী করিব না বলিয়া ন্যায়ের সম্মুখেও মস্তক অবনত করিব না—ইহা মূর্খতা।

আজকাল জগতে কতকগুলি ধর্ম্ম আছে; সেই ধর্ম্মগুলিতে যাহারা বিশ্বাসবান তাহারা চায়, সকল মানুষই তাহাদের সেই ধর্ম্ম মানিয়া লউক। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, তাহা মানিয়া লওয়াই আল্লাহ্‌কে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এবং তাহা মানিয়া লইয়া সকলে এক মতাবলম্বী হইতে পারিলে মানব-জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

বিভিন্ন ধর্ম্মের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, এ বিষয় এখন আমার আলোচ্য নয়; কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মে আস্থাবান ব্যক্তিদের এই মনোবৃত্তি যে,—'আমার ধর্ম্মই সকল মানুষই গ্রহণ করুক'—কি খুব নিন্দনীয়?

শুধু ধর্ম্মের কথা কেন, আমি বলিতে চাই, যে কোন মত কেহ পোষণ করে, আর সেই মতটাকে যদি সে মানবের কল্যাণকর বলিয়া মনে করে এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—তাহা হইলে মানবতার দিক দিয়া কি একটা মস্তবড় কর্ত্তব্য হইবে না যে, জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে তার সেই মতটা সে প্রচার করে? তাহার মানব-হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্খা কি এই হইবে না যে, সকল মানুষই এই সত্যটা স্বীকার করিয়া লউক?

গ্যালিলিও যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে তখন তিনি প্রাণের বিনিময়েও জগতকে এই সত্য দিয়া যাইতে, মানুষকে এই সত্যের মধ্যে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া কি খুব অন্যায় করিয়াছিলেন? 'পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে, না সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে' এই তর্কের সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিলে মানব জগতের যে পরিমাণ ক্ষতি হইত, তাহার তুলনায় মানুষের অনন্ত জীবনকে কল্যাণময় করিবার উপযোগী কোন সত্য তথ্য যদি কেহ লাভ করে, আর যদি সে মনে করে যে ইহার জ্ঞানের অভাবে মানুষের অনন্ত জীবন মহা

---

* বিগত ২৩শে মে, ১৯৩৭ তারিখে বগুড়ায় উত্তরবঙ্গ আহ্‌মদীয়া কনফারেন্সের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা—সঃ আঃ।

ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে ইহার প্রচার না হওয়ার ক্ষতিটা যে অতি বড় তাহা পরকাল ও মৃত্যুর পর অনন্ত-জীবনে বিশ্বাসী কোন মানব অস্বীকার করিতে পারে না।

সুতরাং এই অনন্ত জীবনকে কল্যাণময় করিতে কোন সত্য তথ্য যদি কেহ লাভ করেন তাহা জগতকে দান করিবার জন্য তাঁহার মানব-হৃদয় কত ব্যাকুল হইয়া উঠিবে গ্যালিলিও প্রমুখ মনিষিগণের দৃষ্টান্তে আমরা ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি এবং কোন বুদ্ধিমান ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, মানুষ মানুষকে হিতের দিকে আহ্বান করিবেই।

কোন্‌টা হিত, কোন্‌টা অহিত, তাহা নিয়া মতভেদ থাকিতে পারে। আমি যাহাকে হিত মনে করি আর একজন তাহাকে অহিত মনে করিতে পারে। আমি যাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, আর এক জন তাহাকে অসত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে; কিন্তু মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক সহানুভূতি একে অন্যকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করিবেই।

এই টানাটানির ফলে যে বুঝা-পড়া হইবে তাহাতেই মানব জগতের সমস্ত ঝগড়ার অবসান হইবে। মানুষ বিভিন্ন পথ ছাড়িয়া একই পথে, একই উদ্দেশ্যে গলাগলি করিয়া চলিবে। সেই দিন কি পৃথিবীতে আসিবে না?

উল্টো দিকটা

'যত মত তথ পথ'—'সকলকেই যার যার মতে থাকিতে দাও, 'সকলই আমারটা মানিয়া লও' বলিয়া টানাটানি কেন কর, ইহাতে যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, অশান্তি আসে'—শান্তিকামীর এই মিঠা বুলি ছাই দিয়া আগুন ঢাকার মতও নয়, বরং শুক্‌না খড় দিয়া আগুন ঢাকার মত অশান্তির আগুনকে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস বই আর কিছুই নহে।

এই মতটাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই মতটা প্রচার করিবারও কোন মিষ্টভাষী শান্তিকামীর অধিকার থাকে না। পক্ষান্তরে 'যত মত তত পথ' যদি সত্য হয়, তাহা হ'লে স্বীকার করিতে হইবে যে, "একটা পথ বই দুইটা সত্য হইতে পারে না"—এই মতটাও সত্য; কারণ এইটাও যে একটা মত। এই মতটা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে, "যত মত তত পথ" সত্য হইতে পারে না। ইহা একটা মোটা কথা। 'সকলকেই যার যার পথে থাক্‌তে দাও'—এই মত যাহারা সমর্থন করেন তাহাদের পক্ষে—একমাত্র সত্য পথের দিকে টানিয়া আনিয়া এক পথের পথিক কর"—এই মতাবলম্বীদের ধর্ম্ম-বিশেষের একাধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুখ খুলিবার বা কলম ধরিবার কোন যুক্তি থাকে না। কোন মতেরই যদি একাধিপত্য জগতে না হইতে পারে, তবে 'না হইতে পারা' মতটাও প্রচার করিবার কাহারো অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব যিনি মনে করেন, পৃথিবীর সবগুলি ধর্ম্মমতই সত্য, তার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

আসল কথা

'যত মত তত পথ' সত্য নয়। এই পৃথিবীতে যতগুলি মত আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এত বিরোধ যে, একটা সত্য হইলে আর একটা সত্য হইতে পারে না। রুই মাছ যদি কাহারো মতে ভগবান হওয়ার দরুণ মানুষের অখাদ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর একজনের মতে ইহা খাদ্য হইতে পারে না; কারণ ভগবান বা দেবতাকে খাওয়া কিছুতেই সমর্থিত ও সহনীয় হইতে পারে না। আর যদি ইহা মানুষের খাদ্য হইয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ভগবান বা দেবতা নহে।

ইহা একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত মাত্র। আমার মনে হয় বাস্তব জগতে এই রকম এবং এই প্রকৃতির মত-বৈষম্য মানব-জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মে ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে।

অতএব, 'যত মত তত পথ' সত্য নয়। জগতের মধ্যে বহু অসভ্য, সর্ব্বনাশকারী, মানব-জগতের জন্য অভিশাপ-স্বরূপ মত আছে; এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে বহু মত এমনও আছে যাহা চির সত্য, সনাতন।

সুতরাং

যাবতীয় অসত্য মতগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যেখানে যাহা সত্য আছে সবগুলি সত্যের সমষ্টি নিয়া যে ধর্ম্ম গঠিত হইবে বা হইয়াছে—দুনিয়ার সমস্ত মানবকে সেই ধর্ম্মে একত্রীত করিতে হইবে। সেই ধর্ম্মই হইবে মানব-জাতির মহামিলন-ক্ষেত্র।

তালাস করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, এমন কোন ধর্ম্ম জগতে আছে কি না, যাহা যাবতীয় সত্যের সমষ্টি নিয়া গঠিত। তাহা হইলেই আল্লাহ্‌র দেওয়া বিচার-শক্তির সদ্ব্যবহার করা হইবে। আর 'যত মত তত পথ'কে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াটা অলস শান্তির প্রয়াসে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিবেক বুদ্ধির অপব্যবহার বই আর কিছুই নহে।

ব্যক্তি বা সমষ্টি বিশেষ যখন সমস্ত জগৎ জুড়িয়া নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায়, গুটা জগতটাকে নিজের করতলগত করিতে চেষ্টা করে, তাহার ফলে যে একাধিপত্যের পত্তন হয়—এইরূপ একাধিপত্য বা সাম্রাজ্যবাদকে অস্বীকার করিতে যাইয়া, বিশ্ব-মানবতার সাম্রাজ্যবাদ, বা ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদকে অস্বীকার করা যে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকার হইতে প্রসূত তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

আর এক দিক

সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্ব যদি আমরা স্বীকার করি, আর যদি আমরা স্বীকার করি যে, তিনি মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন—

পরিত্রানায় সাধুনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার প্রকাশকে মানিয়া লওয়া জগতের প্রত্যেক নর-নারীর কর্ত্তব্য হইবে।

অধর্ম্মের যখন প্রভাব হয়, অধর্ম্মের ফলে অন্ধকার যখন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—শয়তানের সাম্রাজ্য যখন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—তখন অনাদি অনন্ত বিশ্বের যিনি সম্রাট তিনি তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখনই আবার সত্য যুগের আবির্ভাব হয়—"Kingdom of Heaven comes unto the Earth"—স্বর্গ-রাজ্য স্থাপিত হয়,—ইসলাম বা শান্তির রাজ্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের রাজ্য—প্রেমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গীতার উপরোক্ত বাণীও আমার এই কথাই সমর্থন করে।

অতএব

ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রভুত্ব মানিব না, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও,—বিশ্ব-স্রষ্টার প্রভুত্ব মানিব না, আমি শুধু আমারটাই মানিব, অন্যের কথা মানিব না—ইহা মস্ত বড় ভুল, ইহা নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সত্য কাহারও একার নয়, তাহা সকলের নিজের জিনিষ, তাহা অন্যের বলাও, মস্ত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা।

"সত্য কথা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের হারান ধন, যেখানে পায় কুড়াইয়া লয়।"

মিথ্যা কথা বলিও না, চুরি করিও না, অন্যের অন্যায় করিও না, জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তাকে ভালবাস, ভক্তি কর, মৃত্যুর পরপারে মানুষের অনন্ত সাধনার জীবন আছে, সেখানে ইহ-জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি কথা কি কোন এক জাতির জন্য সত্য, অন্য জাতির জন্য নয়? **ইহা যে সকলেরই নিজের প্রাণের কথা!**

অতএব যে সত্য সকলের আপনার নিজের কথা—একান্ত নিজস্ব জিনিষ—সেই সমুদয় সত্যের একাধিপত্য হউক, সেই সত্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক,—সমস্ত মানব জগৎ জুড়িয়া ইহাই প্রকৃত মানুষের অন্তরনিহিত কামনা।

সুরা ফাতেহার মহান উদ্দেশ্য *

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

এই দোয়াটি সুরা ফাতেহার মহান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইঞ্জিলের দোয়ায় যেমন রুটি প্রার্থনা করা হইয়াছে তদ্রূপ এই দোয়ায় খোদাতালার নিকট হইতে ঐ সমুদয় 'নেয়ামত' (আশীষ) প্রার্থনা করা হইয়াছে যাহা পূর্ব্বকার রসুল ও নবিগনকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তুলনাটিও বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। যেমন হজরত ইসার (আঃ) দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে খৃষ্টানদের প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান হইয়াছে তদ্রূপ কোরান শরীফের এই দোয়া আঁ-হজরতের (সাঃ) যোগে গৃহীত হওয়ার ফলে মোসলমান জাতির সৎ ও পুণ্যবান লোকগণ, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে 'কামেল' (সিদ্ধ) পুরুষগণ বনি-ইস্রাইল জাতির নবিগণের উত্তারাধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছে। বস্তুত এই উম্মত হইতে মসিহ্ মাউদের জন্ম লাভ করাও উক্ত দোয়া গৃহীত হওয়ারই ফল। কারণ,

* হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) পুস্তক কিস্তিয়ে-নূহ্ হইতে অনুদিত।

যদিও অপ্রকাশ্যভাবে বহু সৎ ও পুণ্যবান লোক বনিইস্রাইল জাতির নবিগণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল, তথাপি প্রকাশ্যতঃ এই উম্মতের মসিহ্‌ মাউদই খোদাতা'লার আদেশ ও হুকুমে ইস্রাইলীয় মসিহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন,—যেন হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত মোহম্মদ (সাঃ)এর সেলসেলার (সম্প্রদায়ের) সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। এই উদ্দেশ্যেই এই মসিহকে ইব্‌নে মরিয়মের সহিত সর্ব্ব প্রকারে সদৃশ করা হইয়াছে; এমন কি এই ইব্‌নে মরিয়মের উপর বিপদাবলীও ইস্রাইল বংশীয় ইব্‌নে মরিয়মের ন্যায়ই উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইসা ইব্‌নে মরিয়ম যেমন খোদাতালার 'নফখ' বা ফুৎকারে জন্মিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই মসিহ্‌ও সুরা 'তাহ্‌রিমের' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেবল খোদাতা'লার 'নফখেই' (ফুৎকারেই) মরিয়মের গর্ভ হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন; এবং ইসা ইবনে মরিয়মের জন্ম গ্রহণে যেমন নানাবিধ আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছিল এবং অন্ধ মোখালেফগণ (বিরুদ্ধবাদিগণ) মরিয়মকে বলিয়াছিল— لقد جئت شيئا فريا সেইরূপ এস্থলেও বলা হইয়াছে, এবং প্রলয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি উত্থাপিত করা হইয়াছে। যেমন ইস্রাইলী মরিয়মের প্রসবের সময় খোদাতা'লা বিরুদ্ধবাদীদিগকে ইসা সম্বন্ধে উত্তর দিয়াছিলেন, ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا তদ্রূপ আমার সম্বন্ধেও খোদাতা'লা : আমার আধ্যাত্মিক প্রসবের সময়—যাহা রূপকভাবে হইয়াছিল, বিরুদ্ধবাদীদিগকেও ঠিক সেই উত্তরই দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে,—"তোমরা তোমাদের কুচক্র দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে মানবের জন্য 'রহমতের' নিদর্শন করিব এবং ইহাই আদি হইতে নির্দ্ধারিত ছিল।'

অতঃপর ইহুদী ওলামাগণ হজরত ইসার প্রতি যেরূপ 'তক্‌ফিরের' (ধর্ম্মদ্রোহের) 'ফতুয়া' (অভিমত) প্রকাশ করিয়াছিল, এবং এক দুষ্টপ্রকৃতি ইহুদী পণ্ডিত সেই 'ফতুয়ার' পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিল এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল,—এমন কি বয়তুল্‌-মোকাদ্দসের শত শত 'আলেম' ও 'ফাজেল', যাহাদের অধিকাংশ 'আহ্‌লে-হাদীস্‌' (হাদীস-পন্থী) * ছিল, হজরত ইসার (আঃ) প্রতি 'তক্‌ফিরে'র (ধর্ম্মদ্রোহের) মোহর (স্বাক্ষর-যুক্ত অভিমত) দিয়াছিল, **অবিকল ঐরূপ ব্যবহারই আমার প্রতিও করা হইয়াছে।**

তৎপর যেমন হজরত ইসার প্রতি 'তক্‌ফীরের ফতুয়া' প্রযুক্ত হওয়ার ফলে তাঁহাকে বহু উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি কঠোর গালি বর্ষণ করা হইয়াছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসিৎ ও কুবাক্য পূর্ণ পুস্তকাদি লিখা হইয়াছিল,—অবিকল তদনুরূপ ব্যবস্থা আমার বেলায়ও হইয়াছে। ফল কথা, আঠার শত বৎসর পর যেন সেই ইসা এবং সেই ইহুদী পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। হায়! غير المغضوب عليهم সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থই

---

* হজরত ইসার (আঃ) যুগে ইহুদিগণ বহু ফেরকা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও যাহাদিগকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করা হইত তাহারা মাত্র দুই সম্প্রদায় ভুক্তই ছিল;—(১) তৌরিত পন্থী—তাহারা তৌরিত হইতেই সমস্ত 'মসায়েল' বা ব্যবস্থা অনুমান করিয়া লইত; (২) আহ্‌লে-হাদীস,—তাহারা হাদীসের মীমাংসাকে তৌরিতের উপর স্থান দিত। এই আহ্‌লে-হাদীস সম্প্রদায় ইস্রাইলী দেশে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং ইহারা এরূপ হাদীস সমূহের উপর 'আমল' (কার্য্য) করিত যাহাদের অধিকাংশ তৌরিতের বিরোধী ও বিপরীত ছিল। তাহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, কোন কোন 'মসায়েল' বা বিধি-ব্যবস্থা—যথা, 'এবাদতা' (উপাসনা), পরস্পরের সহিত ব্যবহার এবং উত্তরাধীকারীদের অংশ সম্পর্কিত ব্যবস্থা—তৌরিতে পাওয়া যায় না; এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে হাদীস হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। তাহাদের হাদীস্‌ গ্রন্থের নাম ছিল 'তালমুদ'। তাহাতে প্রত্যেক নবীর যুগের হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু ঐ সকল হাদীস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লোক পরম্পরায় আসিতেছিল; দীর্ঘকাল পর এগুলি লিপিবদ্ধ হয়। এই কারণেই ইহাদের সহিত কতক মতজুয়াতও (উপযুক্ত প্রমাণবিহীন বা ভ্রান্তিমূলক বিষয়ও) মিশ্রিত হইয়া পড়ে; এবং তৎকালীন ইহুদিগণ ৭৩ 'ফেরকায়' (দলে) বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক 'ফেরকারই' পৃথক পৃথক হাদীস ছিল এবং মুহাদ্দেসগণের তৌরিতের প্রতি লক্ষ্য ছিল না, বরং অধিকাংশ স্থলেই তাহারা হাদীসের উপর 'আমল' করিত, তৌরিত যেন পরিত্যক্ত ও বিসর্জ্জিত বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। তৌরিতের মীমাংসা হাদিস অনুযায়ী হইলে তাহা পালন করিত, নতুবা তাহা পরিত্যাগ করিত। যাহা হউক, ঐরূপ যুগে হজরত ইসা (আঃ) আবির্ভূত হন এবং তাঁহার লক্ষ্য বিশেষ করিয়া সেই মোহদ্দেসগণের প্রতিই ছিল, যাহারা তৌরিত অপেক্ষা ঐ সমস্ত হাদিসকে অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিত এবং নবিগণের লিপিতে পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, যখন ইহুদীরা বহু 'ফেরকা' বা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহারা খোদাতা'লার কেতাব ছাড়িয়া তৎপরিবর্ত্তে হাদীসের উপর আমল করিবে, তখন তাহাদিগকে এক ন্যায়-নিষ্ঠ হাকেম (বিচারপতি) প্রদান করা হইবে। তাঁহার নাম মসিহ হইবে, কিন্তু তাহারা (ইহুদিগণ) তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না; অবশেষে তাহাদের উপর কঠোর আজাব অবতীর্ণ হইবে—এবং সেই আজাবই ছিল প্লেগ। নাউজুবিল্লাহ্‌ মিনহা, (অর্থাৎ, এইরূপ আজাব হইতে আমরা খোদাতা'লার আশ্রয় চাই)।

ছিল যাহা খোদাতা'লা পূর্ব্ব হইতেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই লোকগণ ইহুদীদিগের مغضوب عليهم দশা-গ্রস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিল না। এই সাদৃশ্যের এক ইষ্টক-ত খোদাতা'লা স্বহস্তে এইরূপে সংলগ্ন করিয়া দিলেন যে, ইসা ইব্‌নে মরিয়মকে যেমন চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ আমাকেও তিনি **ঠিক চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামীয় মসিহ্‌** করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার জন্য মহা পরাক্রমশালী নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন ; এবং আকাশের নিম্নে কোন বিরুদ্ধবাদী মোসলমান, ইহুদী বা খৃষ্টান প্রভৃতি কাহারো তাহার প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা নাই। খোদাতা'লার সহিত দুর্ব্বল, তুচ্ছ মানব কি প্রতিযোগিতা করিতে পারে ? ইহাত সেই ভিত্তিমূলক ইষ্টক যাহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ব্যক্তিই ইহা ভাঙ্গিতে চাহিবে সেই অকৃতকার্য্য হইবে, কিন্তু এই ইষ্টক যখন এইরূপ ব্যক্তির উপর পতিত হইবে তখন তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে, কেননা এই ইষ্টক খোদার এবং হস্ত খোদার। আর এক ইষ্টক আমার বিরুদ্ধাচরণকারিগণ প্রস্তুত করিয়া ইহার সম্মুখে রাখিয়াছে, যেন তাহারা আমার বিরুদ্ধে সেই কার্য্য করে যাহা তৎকালীন ইহুদিগণ করিয়াছিল। এমন কি, আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য এক খুনের মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়াছে ; এসম্বন্ধে আমার খোদা আমাকে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত করিয়াছেন। আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা হজরত ইসা ইব্‌নে মরিয়মের মোকদ্দমা অপেক্ষা অধিক সাংঘাতিক। কেননা হজরত ইসা ইবনে মরিয়মের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করা হইয়াছিল তাহার ভিত্তি শুধু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত বৈষম্য ছিল—যাহা বিচারপতির নিকট এক সামান্য বিষয় ছিল, বরং কিছুই ছিল না ; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে তাহা খুনের প্রয়াসের অজুহাতে, এবং মসিহ্‌র মোকদ্দমাতে যেমন ইহুদী মৌলবিগণ যাইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিল তদ্রূপ এই মোকদ্দমাতেও মৌলবীদের মধ্য হইতে কাহারো সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক ছিল। তাই এই কার্য্যের জন্য খোদাতা'লা মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীকে নির্ব্বাচিত করিলেন। তিনি এক লম্বা জুব্বা পরিধান করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন। মসিহ্‌কে শূলে দিবার জন্য সরদার কাহেন যেমন আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্রূপ এই ব্যক্তিও উপস্থিত হইল ; প্রভেদ শুধু এই ছিল যে, সরদার কাহেন পিলাতুসের আদালতে আসন পাইয়াছিল, কারণ ঈহুদীদের সম্ভ্রান্ত ও মান্য ব্যক্তিগণ রোমীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আসন প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন—তাই সেই সরদার কাহেন আদালতের নিয়মানুযায়ীই আসন লাভ করিয়াছিল এবং মসিহ্‌ ইব্‌নে মরিয়ম এক অপরাধীর ন্যায় আদালতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন ; কিন্তু আমার মোকদ্দমায় তাহার বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ শত্রুদের আশার বিপরীত কাপ্তান ডগলাস্‌—যিনি পিলাতুসের স্থলে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন,—**আমাকে আসন দান করিলেন** ; এবং এই পিলাতুস্‌ মসিহ্‌ ইব্‌নে মরিয়মের যুগের পিলাতুস্‌ অপেক্ষা অধিকতর সুনীতি-পরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। কারণ বিচারকার্য্যে তিনি বীরত্ব ও ধৈর্য্য সহকারে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, বাহিরের সুপারিশের কোন পরওয়া করিলেন না এবং স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মের কোন ভাবনাও তাহার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল না, এবং পূর্ণভাবে সুবিচার করিয়া এমন এক আদর্শ প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাহাকে জাতির গৌরব স্থল বা বিচারপতিদের আদর্শ বলা হয়, তবে অত্যুক্তি হইবে না। ন্যায় বিচার এক সুকঠিন ব্যাপার। যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচারাসনে না বসা পর্য্যন্ত মানুষ কখনো এই কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারে না। যাহা হউক আমরা এই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, বর্ত্তমান পিলাতুস্‌ এই কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করিয়াছেন। পূর্ব্বকার পিলাতুস্‌ যিনি রোম জাতীয় ছিলেন, এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং তাহার ভীরুতার ফলে মসিহ্‌কে মহা মহা কষ্ট বরণ করিতে হইয়াছিল। এই প্রভেদটি দুনিয়া 'কায়েম' থাকা পর্য্যন্ত আমাদের জমাতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, এবং যতই এই জমাত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ততই এই 'নেক-নিয়ত' বা ন্যায়পরায়ণ বিচারকের উল্লেখ হইতে থাকিবে ; এবং ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে, খোদাতা'লা তাঁহাকেই এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন ; একজন বিচারকের জন্য ইহা কত বড় এক পরীক্ষা-স্থল যে, দুই পক্ষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত, তন্মধ্যে এক পক্ষ তাহার স্বধর্ম্মের মিশনারী এবং অপর পক্ষ তাহার ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণকারী, এবং তাহার নিকট বর্ণনা করা হয় যে, সেই অপর পক্ষ তাহার ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ; কিন্তু এই বাহাদুর পিলাতুস্‌ (কাপ্তান ডগ্‌লাস্‌) বড়ই অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে ঐ সমস্ত পুস্তকাদির ঐ ঐ অংশগুলি দেখান হইয়াছিল যাহা

জ্ঞানের স্বল্পতা নিবন্ধন খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি কটুক্তি মনে করা হইত এবং এক বিরুদ্ধ আন্দোলন উত্থাপন করা হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাহার চেহারায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা দিল না, কারণ তিনি তাহার জ্যোতিষ্মান বিবেকের সাহায্যে প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি সরলান্তঃকরণে মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাই খোদাতা'লা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাহার হৃদয়ে সত্য বিষয় এলহাম করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই সত্য বিষয় তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, এবং তিনি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন যে, ন্যায়ের পথ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কেবল ন্যায়ের খাতিরেই বাদীর মোকাবেলায় আমাকে কেদারায় আসন দিলেন; এবং যখন মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) সর্দ্দার কাহেনের ন্যায় বিরুদ্ধতা মূলক সাক্ষ্য দিতে আসিয়া আমাকে কেদারায় আসীন দেখিতে পাইলেন, এবং আমার যে অপমর্য্যাদা দেখিবার জন্য তাহার চক্ষু লালায়িত ছিল তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না, তখন সমমর্য্যাদা লাভকেই উত্তম মনে করিয়া তিনিও সেই পিলাতুসের (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাসের) নিকট আসন প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে সেই পিলাতুস তাহাকে খুব তিরস্কার করিয়া সজোরে বলিলেন, "তোমার ও তোমার পিতার কখনো আসন লাভ হয় নাই; এবং অফিসে তোমাকে কেদারায় আসন দেওয়ার জন্য কোন নির্দ্দেশ নাই।"

এখন এই প্রভেদটিও প্রনিধানযোগ্য যে, প্রথম পিলাতুস্ ইহুদীদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীদিগকে আসন দিয়াছিলেন এবং হজরত মসিহ্‌কে, যিনি অপরাধীরূপে আনীত হইয়াছিলেন, দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মসিহ্‌র মঙ্গলাকাঙ্খী ছিলেন, বরং তাঁহার শিষ্যের ন্যায় ছিলেন এবং তাহার ভার্য্যা মসিহ্‌র এক বিশিষ্ট শিষ্যা ছিলেন যিনি 'অলিউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র বন্ধু) বলিয়া পরিগণিত,—কিন্তু 'ভীতি' তাহা দ্বারা এরূপ কার্য্য করাইল যে, তিনি নির্দ্দোষ মসিহ্‌কে ইহুদীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (তাঁহার বিরুদ্ধে) আমার ন্যায় কোন খুনের অভিযোগ ছিল না, কেবল সাধারণ রকমের ধর্ম্ম-বিরোধ ভাব ছিল; কিন্তু সেই রোমীয় পিলাতুস মনের বলে বলীয়ান ছিলেন না। কাইসারের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম পিলাতুস্ এবং এই পিলাতুসের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য এই: আছে যে,—মসিহ্ ইব্‌নে মরিয়মকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে তখন প্রথম পিলাতুস্ ইহুদীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না'; তদ্রূপ শেষ যুগের মসিহ্ যখন শেষ যুগের পিলাতুসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং এই মসিহ্ বলিলেন যে, 'আমাকে জওয়াব দেওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া আবশ্যক, কারণ আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে' তখন এই শেষ যুগের পিলাতুস বলিলেন, 'আমি আপনার প্রতি কোন দোষারূপ করি না'।

এই দুই পিলাতুসের এই দুইটি উক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ অনুরূপ, যদি প্রভেদ থাকিয়া থাকে তবে শুধু এই যে, প্রথম পিলাতুস্ আপন কথার উপর 'কায়েম' (প্রতিষ্ঠিত) থাকিতে পারেন নাই এবং যখন তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, কাইসারের সমীপে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে তখন তিনি ভীত হইয়া পড়েন এবং হজরত মসিহ্‌কে রক্তপিপাসু ইহুদীদের হস্তে স্বেচ্ছায় সমর্পন করেন, যদিও তিনি তাঁহাকে এইরূপ সমর্পনে ক্ষুন্ন ছিলেন এবং তাহার ভার্য্যাও ক্ষুন্ন ছিলেন, কারণ তাহারা উভয়ই মসিহ্‌র অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ানক উত্তেজনা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য তিনি শূলি হইতে মসিহ্‌কে বাঁচাইবার জন্য গুপ্তভাবে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই চেষ্টায় তিনি সফলকামও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সবই করিয়াছিলেন মসিহ্‌কে শূলিতে চড়াইবার পর এবং তিনি কঠোর বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর।

যাহা হউক রোমীয় পিলাতুসের চেষ্টায় মসিহ্ ইব্‌নে মরিয়মের জীবন রক্ষা হইয়াছিল এবং জীবন রক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই মসিহ্‌র প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল। (ইব্রানিয়া, পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। *

---

* মসিহ্ নিজেও ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, 'ইউনুসের নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শন দেখান হইবে না'। সুতরাং মসিহ্ তাঁহার এই বাক্যে এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, 'ইউনুস যেমন জীবিতাবস্থায়ই মৎস্যের উদরস্থ হইয়াছিলেন এবং জীবিতাবস্থায়ই নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও জীবিতাবস্থায়ই কবরে প্রবেশ করিব এবং জীবিতাবস্থায়ই বহির্গত হইব; সুতরাং মসিহ জীবিতাবস্থায় শূলি হইতে অবতীর্ণ হইয়া জীবিতাবস্থায়ই কবরে প্রোথিত না হইলে এই নিদর্শন কেমন করিয়া পূর্ণ হইত? এবং হজরত মসিহ এই উক্তি দ্বারা যে 'অন্য কোন নিদর্শন দেখান হইবে না'—যেন ঐ সকল লোকের প্রতিবাদ করিতেছেন যাহারা বলিয়া থাকে যে মসিহ এই নিদর্শনও দেখাইয়াছেন যে তিনি আকাশে আরোহণ করিয়াছেন।

অতঃপর মসিহ্‌ এই দেশ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া কাশ্মিরের দিকে চলিয়া আসেন এবং সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং তোমরা শুনিয়াছ যে, শ্রীনগরে খান্‌ইয়ার মহল্লায়, তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। এই সমুদয়ই পিলাতুসের চেষ্টার ফল; কিন্তু তথাপি সেই প্রথম পিলাতুসের যাবতীয় কার্য্য ভীরুতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। যদি তিনি—"আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না"—তাহার এই কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মসিহ্‌কে মুক্ত করিয়া দিতেন তবে তাহার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় ছিল না, এবং তাহাকে মুক্তি দিবার তাহার ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু কাইসারের দোহাই শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে এই শেষ যুগের পিলাতুস্‌ পাদ্‌রীদের জনতায় ভীত হইলেন না, অথচ এস্থলেও কাইসারের রাজত্ব ছিল; কিন্তু এই কাইসার সেই কাইসার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় ছিলেন। তাই এস্থলে ভয় প্রদর্শনদ্বারা হাকেমকে ন্যায়-চ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে কাইসারের নামে ধমক দেওয়া কাহারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাহা হউক শেষ মসিহ্‌র বিরুদ্ধে প্রথম মসিহ্‌র তুলনায় অনেক বেশী আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এবং সমস্ত জাতির অধিনায়কগণ বিরুদ্ধবাদিগণের সহিত একত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু শেষ যুগের পিলাতুস্‌ সত্যের আদর করিলেন এবং তাহার সেই বাক্যকে পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন যাহা তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—'আমি আপনার প্রতি খুনের দোষারোপ করি না'। ফলতঃ তিনি আমাকে অতি স্পষ্টভাবে এবং বীরত্বের সহিত মুক্ত করিয়া দিলেন; পক্ষান্তরে প্রথম পিলাতুস্‌ মসিহকে বাঁচাইবার জন্য গুপ্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পিলাতুস্‌ ন্যায় বিচারের যাবতীয় দাবী এরূপভাবে পূর্ণ করিলেন যে, তাহাতে ভীরুতার নাম-গন্ধ ছিল না। যে দিবস আমি বিচার-মুক্ত হই, সেই দিবস মুক্তি-সেনার এক চোরও হাজির হইয়াছিল। এরূপ ঘটিবার কারণ এই ছিল যে, প্রথম মসিহ্‌র সঙ্গেও এক চোর ছিল; কিন্তু প্রথম মসিহ্‌র সঙ্গে ধৃত চোরের ন্যায় এই শেষ মসিহ্‌র সঙ্গের ধৃত চোর শূলিতে নিবদ্ধ হয় নাই এবং তাহার হাড়ও ভাঙ্গা হয় নাই, বরং তিন মাসের কারা-দণ্ডের ব্যবস্থা হয় মাত্র। ক্রমশঃ

নারী-শিক্ষা এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)

[মিসেস্‌ মোসেমা খাতুন]

কোন একটি জাতিকে জ্ঞানে কর্ম্মে পূর্ণরূপে উন্নতির পথে চালাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম চাই স্ত্রী-শিক্ষা। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক জাতিতেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, একবার আমাদিগকে তাহা ভাবিতে হইবে। শিক্ষা সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) 'দীনী' বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়; (২) 'দুনিয়াবি' বা ভৌতিক শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করতঃ পার্থিব উন্নতি করা যায়।

বর্ত্তমানে প্রায় সকল জাতির স্ত্রীলোকেরাই শুধু 'দুনিয়াবি' শিক্ষাই অন্বেষণ করিয়া থাকে, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) মানব-জাতিকে উভয় শিক্ষায়ই শিক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রেরণার ফলে আরবজাতি এক নবজীবন লাভ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

জগতের প্রতি হজরতের (সাঃ) অশেষ কল্যাণের প্রত্যেকটির উল্লেখ না করিয়া, আজ আমি এই প্রবন্ধে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, শ্রদ্ধা জানাইতেছি,—শুধু নারীজাতি তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী বলিয়া। আমার বিশ্বাস হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) দয়ার নিকট পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকেরাই অধিক ঋণী। আজ হইতে প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) আবির্ভাবের পূর্ব্বে, যখন সমস্ত পৃথিবীতে ঘোর পৌত্তলিকতা বিরাজ করিতেছিল, সেই সময় স্ত্রী-লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া-ত দূরের কথা, তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইত। এমন কি, শেষে এরূপ অবস্থা হইয়া দাড়ায় যে, কোন বাড়ীতে মেয়ে জন্মিলেই তাহাকে জীবন্ত কবরে প্রোথিত করা হইত। অবশেষে এইরূপ অন্যায় বিচার পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তা'লার নিকট বোধ হয় অসহ্য হইয়া উঠিল; তাই তিনি মানবের মুকুটমণি হজরত

মোহম্মদকে (সাঃ) এই পাপিষ্ঠ জগতকে সৎপথ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, একই খোদাতা'লা পুরুষ-নারী উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট পুরুষ ও নারী উভয়ই সমান। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার, পুরুষের উপর নারীরও ঠিক সেইরূপ অধিকার। স্ত্রী তাহার স্বামীর ত্যাজ্য বিত্তের অধিকারী হইবে; পুত্রের ন্যায় কন্যাও তাহার পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইবে। খোদাতা'লার প্রত্যেক কাজে পুরুষকে যেরূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছে স্ত্রীলোকদিগকেও ঠিক সেইরূপ দেওয়া হইয়াছে। খোদাতা'লার প্রেরিত গ্রন্থ পবিত্র কোরান পাঠ করিবার এবং তাঁহার আদেশ পালন করিবার তাকিদ পুরুষদিগকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রী-লোকদিগকেও ঠিক সেইরূপই প্রদত্ত হইয়াছে। হজরত ((সাঃ) বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্জ্জন করা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেরই 'ফরজ'। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে।

অনেকেই মনে করেন যে, ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে চারি প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এরূপ মনে করেন তাহারা মস্ত ভুল করিয়াছেন। ইসলামে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিবার হুকুম-ত দেওয়া হয়ই নাই, বরং পবিত্র হাদিস্‌শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যদি কোন পরিবারে একজন স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকে, তবে পরকালে তাহার জন্য চারি জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে,—১ম পিতা, ২য় ভ্রাতা, ৩য় স্বামী, আর ৪র্থ হইতেছে পুত্র। স্বয়ং রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, 'অশিক্ষিত সাতটি ছেলে হইতে একটী শিক্ষিত মেয়েই অধিক শ্রেয়।' তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মোমেনের প্রত্যেক কাজে স্ত্রীলোকের পরামর্শ লওয়া উচিত, এবং তিনি নিজের প্রায় কার্য্যেই হজরত খাদিজা, আয়েশা ও হজরত ফাতেমার (রাঃ) পরামর্শ লইতেন। এই সমস্ত ঘটনা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অত্যন্ত তাকিদ করা হইয়াছে। তবে এ শিক্ষা আজকালকার শিক্ষার মত বে-পরদা এবং শুধু ভৌতিক নহে। ইহা পরদার সহিত এবং ইহ-পরকালের মঙ্গলকর শিক্ষা।

পরদার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, নিজ বাটীর চারি প্রাচীরের মধ্যে আজীবন আবদ্ধ থাকিবে। পরদার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে নিজের শরীর ও মন পবিত্র রাখা। ইসলামের আদেশ, 'নিজের শরীরের উপর চাদর রক্ষা কর'। কোরানে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই চক্ষু নত করিয়া চলিতে আদেশ করা হইয়াছে। যদি স্ত্রীলোকদিগকে পথ দিয়া চলা নিষেধ করা হইত, তবে পুরুষদিগকে চক্ষু নত করিয়া চলিবার কোনই প্রয়োজন হইত না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, হজরতের জীবদ্দশায় এবং পরে বহু মুসলমান স্ত্রীলোক ধর্ম্মযুদ্ধে বা রাজকীয় কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হজরত আয়েশা, হজরত ফাতেমা, (রাঃ) চাঁদসুলতানা, রেজিয়া ও নুরজাহান বেগমের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিতেন, মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ইত্যাদি সমস্তই একমাত্র জননীর উপর নির্ভর করে। এক কথায় রমণীই হইতেছে গৃহের স্তম্ভ, সুতরাং এই রমণী শিক্ষিতা না হইলে তাহার সন্তান সন্ততি যে ভাল হইবে ইহা একেবারে দুরাশা; কথায় বলে বীর জননীর বীর পুত্র।

স্ত্রীলোক শিক্ষিতা না হইলে সংসার কখনই শান্তিময় হইতে পারে না। ফলে সে সংসারে কখনই খোদার 'রহমত' নাজেল হইতে পারে না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই মানব শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেজন্য জননীর হস্তেই আমাদের প্রথম শিক্ষার ভার।

বর্ত্তমানে নারীর অধিকার নিয়া বাদপ্রতিবাদ প্রায় থামিয়াই গিয়াছে। নারী সমাজে সর্ব্বত্র সম্মানে গৃহীত হইতেছে, এসময় হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) বৃহৎ দানের পরিমান করা যায় না, কিন্তু এখনও জগৎ স্বীকার করিতে বাধ্য যে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) নারীকে সমাজে যে স্থান দিয়াছেন বহির্জগতে নারী এখনও তাহা অধিকার করিতে পারে নাই। মোট কথা, হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) নারীকে মানবতার পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। অতএব যে নারীজাতির প্রতি তাহার এতখানি অতলস্পর্শী করুণা জাগিয়াছিল, যাহাদের তিনি মানুষের অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার বাণী প্রচার করিতে সেই নারীরও একটা দায়িত্ব আছে। তাই আজ দোয়া করিতেছি, যেন খোদাতা'লা আমাকে ও অন্যান্য ভগিনীদিগকে তাঁহারই প্রিয় নবীর (সাঃ) শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া, এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত জামাতের খেদমত করিতে তৌফিক দিয়া তাঁহার রহমতের বৃষ্টি আমাদের মস্তকে বর্ষিত করেন—

আমিন।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

লণ্ডন—খোদাতা'লার ফজলে ইদানিং ইংলণ্ডে তবলীগের বেশ সাড়া পড়িয়াছে। দারুৎ-তবলীগে সাপ্তাহিক লেকচারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং ইদানিং ডাঃ সুলাইমান, মিঃ লতীফ আর্নল্ড, মিঃ মোবারক আহ্‌মদ ফুয়েলিং, মীরজা মোহাম্মদ সাঈদ আহ্‌মদ সাহেব বি-এ, মীরজা মোজাফর আহ্‌মদ সাহেব বি-এ ও মৌলনা জালালুদ্দীন সাহেব শামস্ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ৭ জুলাই হইতে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত লণ্ডনে World Fellowship of Faiths এর অধিবেশন হয়। তখন আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মৌলনা আব্দুর রহীম দার্‌দ সাহেব এম-এ এবং অনারেবল সার মোহাম্মদ জাফরউল্লা খান সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইদানিং জার্ম্মান হইতে কতিপয় ছাত্র জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লণ্ডন আসিয়াছিল। আমাদের মোবাল্লেগ সাহেব তাহাদিগকে চা পানের নিমন্ত্রণ করেন। জার্ম্মানের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৪০ জন ছাত্র উক্ত 'টি' পার্টিতে উপস্থিত ছিল। এই উপলক্ষে তাহাদিগকে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আগমন সংবাদ পৌছান হয়।

এতদ্ব্যতীত মৌলানা দার্‌দ সাহেব 'বেল্‌হাম রোটারি ক্লাবে' নিমন্ত্রিত হইয়া ইসলামের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং মৌলানা শাম্‌স্ সাহেব উত্তর ইংলণ্ডের বিভিন্ন এলাকায়—যথা লেঙ্কেশায়ার, ব্লেকপুল, ব্রেন্‌লি প্রভৃতি স্থানে টুর করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বহু পাদ্‌রিও মুগ্ধ হন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই ভ্রাতাদের তবলীগী প্রচেষ্টাকে সার্থক করুন, তাঁহাদের বক্তৃতায় বরকত দিন এবং সিলসিলাকে তথায় উত্তরোত্তর প্রসার দান করুন—আমীন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা মিঃ লতীফ আর্নল্ড, তদীয় স্ত্রী ও মাতার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত করিয়াছি। তাঁহার পরিবারের মধ্যে মাত্র তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাই দীক্ষা গ্রহণের বাকী ছিল। খোদাতা'লার ফজলে তিনিও ইদানিং ইসলাম গ্রহণ করিয়া পবিত্র আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দীক্ষিত হইয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ পরিবারই আহ্‌মদী হইয়াছে। খোদাতা'লা তাহাদিগকে ঈমান ও আমলে উন্নতি দান করুন এবং ইসলামের খেদমত করিবার তৌফিক দিন —আমীন! মিঃ আর্নল্ড ইংরাজী ফরাসী ও স্পেনীয় এই তিনটি ভাষা উত্তমরূপে জানেন। বর্ত্তমানে তিনি উর্দ্দু শিক্ষা করিতেছেন। খোদাতা'লা তাঁহাকে এই ভাষা শিক্ষা করিবার ও তৎসাহায্যে হজরত মসীহ্ মাউদের (আঃ) গ্রন্থাদি পাঠ করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ান শরীফ—ইদানিং সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ (আইঃ) শিরঃপীড়া ও সর্দ্দিকাসিতে কষ্ট পাইতেছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে শীঘ্র আরোগ্য এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রদান করেন—আমীন।

হজরত উম্মোল-মোমেনীন (হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিনী) বর্ত্তমানে খোদাতা'লার ফজলে সুস্থ আছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার স্বাস্থ্য কায়েম রাখেন এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করেন—আমীন।

মোনাফেকদের ফেতনা—ইদানিং পবিত্র কাদীয়ান ধামে যে কতিপয় মোনাফেক আত্মপ্রকাশ করতঃ নানারূপ হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সিলসিলার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছে তাহা বন্ধুগণ অবগত আছেন। ইদানিং জনৈক মোনাফেক—মিয়া ফখরুদ্দীন মুলতানী—হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) পবিত্র বংশধরগণের বিরুদ্ধে অতি জঘন্য কুৎসা ও অশ্লীল গালিগালাচ পূর্ণ এক ইশ্‌তাহার বাহির করে। তাহাতে আজীজ আহমদ নামক জনৈক যুবক আহ্‌মদী ধৈর্য্যহারা হইয়া এশ্‌তাহারদাতা ফখরুদ্দীন মুলতানীকে আক্রমণ করতঃ ছুরিকাদ্বারা আঘাত করে। ফলে, ঘটনার কয়েকদিন পর মুলতানীর প্রাণবিয়োগ হয়। বর্ত্তমানে মিয়া আজীজ আহ্‌মদের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের আছে। আজীজ আহ্‌মদ আদালতে আপন দোষ স্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, এশ্‌তাহারের কারণে উত্তেজনার বশীভূত হইয়া সে ফখরুদ্দীন মুলতানীকে আক্রমণ করে ; তবে আক্রমণ করা কালে হত্যা করার তাহার আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল ভয় দেখানই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক আমরা মিয়া আজীজ আহ্‌মদের এই কার্য্যের প্রশংসা করি

না, কারণ ইহা ইসলাম-বিরুদ্ধ। ইসলাম কখনো ব্যক্তিগত ভাবে স্বহস্তে আইন চালনা অনুমোদন করে না; কিন্তু একথাও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, এরূপ স্থলে অর্থাৎ কাহারো ধর্ম্মগুরুকে যখন জঘন্য গালি দেওয়া হয়, তখন ধৈর্য্য ধরা বড়ই কঠিন। যাহা হউক ইহা ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধ, খোদাতা'লা আমাদের সকলকেই এরূপ ত্রুটি হইতে বাঁচাইয়া রাখুন—আমীন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার আমীর খান্ বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান্ চৌধুরী সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২০শে তারিখ 'মস্‌জিদুল-মাহ্‌দীর' কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গমন করেন। তথাকার কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি সরাইল যান এবং ২১শে তারিখ ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। খোদাতা'লা তাঁহার কার্য্যের উত্তম ফল প্রদান করুন—আমীন।

প্রচার কার্য্য—খোদাতা'লার ফজলে বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) তবলীগের বেশ সাড়া পড়িয়াছে। তথায় মৌলবী হাফীজুল্লাহ্ সাহেব তবলীগ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইদানিং মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেবকেও তাহার কার্য্যের সাহায্যের জন্য তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে। মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব বিগত ১৬ই জুলাই হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই দুই ভ্রাতার পরিশ্রমের ফলে খোদাতা'লার ফজলে তথায় সিলসিলা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। বিগত জুলাই মাসে মাননীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেব তথাকার অবস্থা পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিদর্শন রিপোর্ট স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গমনের ফলে, তথায় আরো কতিপয় লোক বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত মোট ৩৬ জন লোক তথায় বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তথায় দুইটি আঞ্জোমন গঠন করিয়া আসিয়াছেন। একটি কৃষ্ণনগর সহরে, অপরটি বাহাদুরপুর গ্রামে। বাহাদুরপুর কৃষ্ণনগর হইতে ৪॥ মাইল ব্যবধান। মৌলবী হাফীজুল্লাহ্ সাহেব কৃষ্ণনগর আঞ্জোমনের এবং মোলবী দাউদ আলী সেখ সাহেব বাহাদুরপুর আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত হইয়াছেন। খোদাতা'লা এই উভয় আঞ্জোমনকে মোবারক করুন এবং সত্যের প্রচারের উত্তম কেন্দ্র করুন—আমীন।

নূতন আঞ্জোমন

সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২৪শে তারিখ কাদিয়ান সরীফ হইতে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে টুর করিতেছেন। তাঁহার এই টুরের বিস্তারিত রিপোর্ট এখনো অবগত হওয়া যায় নাই। তবে এতটুকু জানা গিয়াছে যে তাঁহার আগমনে পর কৃষ্ণনগর টাউন হলে একটি বৃহৎ সভা করা হয়। সভাতে তিনি "জগতের বর্ত্তমান সমস্যা ও সমাধান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু হিন্দু, মোসলমান ও খৃষ্টান শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় যোগদান করিয়া বক্তৃতা শ্রবণে মোহিত হন। বাবু অনন্তকুমার এম-এ, বি-এল, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সভার ফলে খোদাতা'লার ফজলে কৃষ্ণনগর টাউনে আহমদীয়তের বেশ প্রভাব পড়িয়াছে।

সদর আঞ্জোমনের অন্যতম মোবাল্লেগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, বর্ত্তমানে ঢাকা হেড্ অফিসে জমাতের সংগঠনমূলক কার্য্য, দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য, 'আহমদীর' কার্য্য ও অফিস সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার কার্য্যের উত্তম ফল প্রদান করুন—আমীন।

প্রাপ্তি সংবাদ

বর্ত্তমান মাসে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে আহ্‌মদীর চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণও তাহাদের চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মৌলবী শামসুল হুদা সাহেব; মৌলবী অব্দুস্ সামাদ সাহেব বি-এ, বি-টি; মৌলবী সাদত আলী সাহেব; মৌলবী কাজী এ, কে, এম, খলিলুর রাহমান খাদীম সাহেব; মৌলবী মুনিরুদ্দীন আহমদ সাহেব; হাফীজ তৈয়বুল্লাহ্ সাহেব; মৌলবী আকবর আলী সাহেব; মৌলবী আলী কাসেম খান চেধুরী সাহেব; সৈয়দ আব্দুর রেজাক সাহেব; মৌলবী আশেকুল্লাহ্ সিকদার সাহেব; মৌলবী মোহাম্মদ নুরুল হক্ সাহেব; মৌলবী খন্দকার ওয়াজেদ আলী সাহেব; মৌলবী আনোয়ার উদ্দীন সাহেব; মৌলবী আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব; মৌলবী এসার উদ্দীন আহমদ সাহেব।

প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের ইন্‌স্‌পেক্‌সন ডাইরী

[বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌দীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব বিগত ৯ই জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের স্থানীয় আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনসমূহ পরিদর্শন করেন। নিম্নে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পরিদর্শন ডাইরী প্রকাশিত হইল।]

৯ই ও ১০ই জুলাই—নাটোর আঞ্জোমন—

এই আঞ্জোমনে বয়স্ক মেম্বার তিন জন; চাঁদা রীতিমত আদায় হয়; 'আল্‌ফজল' রাখা হয় না, 'আহ্‌মদী' রাখা হয়; তাহ্‌রীক জদীদের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করা হয় নাই; নামাজ বা-জমাত আদায় করা হয়; মেম্বারগণ প্রাদেশিক আঞ্জোমনের অধীনে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন; আঞ্জোমনের হিসাবপত্রের অবস্থা ভাল; কোন আহ্‌মদী মসজিদ নাই।

১১ই ও ১২ জুলাই—রাজশাহী—

এখানে বয়স্ক মেম্বার তিন জন; এখনো আঞ্জোমন গঠন করা হয় নাই; গঠন করিতে উপদেশ দেওয়া হইল; চাঁদা রীতিমত আদায় হয়; কাহারো অসিয়ত নাই; 'আল্‌ফজল' রাখা হয় না, 'আহ্‌মদী' এক কপি রাখা হয়; তাহরীক জদীদের প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায় করা হইয়াছে; কোন মসজিদ নাই।

১৪ই ও ১৫ই জুলাই—বগুড়া আঞ্জোমন—

এই আঞ্জোমনে উপার্জ্জনক্ষম মেম্বার পাঁচ জন; চাঁদা নিয়মমত আদায় হয় না; একজনের অসিয়ত আছে; তাহ্‌রীক জদীদের প্রতিশ্রুত চাঁদা একজনে সম্পূর্ণ আদায় করিয়াছেন, আর একজন মাসিক কিস্তিতে আদায় করিতেছেন; অবশিষ্ট তিন জন কোন প্রতিশ্রুতি করেন নাই। 'আল্‌ফজল' দুই খানা আসে; 'সান্‌রাইজ', 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স' এবং 'আলহাকাম' এক এক খানা করিয়া আসে; 'আহ্‌মদী' তিন খানা আসে; 'দরস' হয়; আঞ্জোমনের হিসাব পত্রের অবস্থা ভাল; কোন মসজেদ নাই; একটি মসজিদের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

দিগ্‌দাইর আঞ্জোমন—

এই আঞ্জোমনে উপার্জ্জনক্ষম মেম্বার চারি জন; চাঁদা নিয়মমত আদায় হয় না; সামান্য যাহা কিছু আদায় হয় বগুড়া আঞ্জোমনের যোগে পাঠান হয়; 'আল্‌ফজল্‌' আসে না, 'আহমদী' একখানা আসে; আঞ্জোমনকে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া উন্নতির চেষ্টা করা উচিত; একটি মসজেদ স্থাপন করিবার প্রস্তাব আছে।

১৬ই ও ১৭ই জুলাই—রঙ্গপুর আঞ্জোমন—

মোট উপার্জ্জনক্ষম মেম্বারের সংখ্যা ত্রিশ জন; তন্মধ্যে রঙ্গপুরে ছয় জন, বদরগঞ্জে দুইজন, কলিকাতায় এক জন, দিনাজপুরে তিন জন, জলপাইগুড়িতে এক জন, চন্দনপাটে সাত জন, শাহ্‌বাজপুরে ছয় জন, রামচন্দ্রপুরে এক জন, শিবপুরে দুই জন, মোগলহাটে এক জন। দুঃখের বিষয় রঙ্গপুর, বদরগঞ্জ, কলিকাতা ও মোগলহাটের মেম্বর ব্যতীত অন্যান্য মেম্বারগণ এখনো চাঁদা দেন না। রঙ্গপুরে একটি পাকা মসজেদ আছে; তাহার প্রস্তুতের কার্য্য এখনো সমাধা হয় নাই এবং আইনতঃ তাহা ওয়াক্‌ফ্‌ও করা হয় নাই। এই দুই কার্য্য যত সত্বর সমাধা হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। মস্‌জেদের নাম 'মস্‌জেদ্‌-আল্‌-মাহদী' এবং সম্পত্তি সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার হস্তে অর্পণ করিলে ভাল হয়। আঞ্জোমনের হিসাবের খাতা দেখিলাম; হিসাব হাল পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে; তহবীলে ৯৯।৶৬ জমা আছে, কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে জানিলাম যে, আরো ২০।০ আনা হাতে আছে; তাহা হিসাবে প্রভিন্সিয়াল আঞ্জোমনে পাঠান হইয়াছে বলিয়া লিখা থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখনো প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাতেই আছে। (এই ২০৲ টাকা প্রাদেশিক আফিসে ৫।৮।৩৭ তারিখে পৌছিয়াছে)। প্রভিন্সিয়াল আঞ্জোমনে প্রেরিতব্য টাকা হাতে আবদ্ধ রাখা কখনো উচিত নহে; ইহাতে কার্য্যের ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে তহবিলে ৯৯।৶৬ রাখা তো কখনই উচিত হয় নাই, তদোপরি যে টাকা পাঠান হইয়াছে বলিয়া খরচ লিখা হইয়াছে তাহাও বাস্তবিক না পাঠাইয়া অনেক কাল হাতে রাখা ঘোর অন্যায় হইয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট সাহেব প্রত্যেক মাসের সংগৃহীত চাঁদা পরবর্ত্তী মাসের ৭ই তারিখে প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠাইয়া দিবেন।

ভবিষ্যতে রঙ্গপুর আঞ্জোমন কেবল মাত্র রঙ্গপুর সহরের মেম্বারগণ লইয়া গঠিত হইবে। কলিকাতার মেম্বারের কলিকাতা আঞ্জোমনেই চাঁদা দেওয়া উচিত; তবে তিনি যদি তাঁহার পিতার যোগে চাঁদা এখানে দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন। বদরগঞ্জের মেম্বরগণ এখন প্রভিন্সিয়েল আঞ্জোমনেই চাঁদা পাঠাইয়া থাকেন। দিনাজপুর ও জলপাইগুড়িতে ভিন্ন আঞ্জোমন আছে। সেখানকার মেম্বারদিগের নাম এ-আঞ্জোমনে থাকা উচিত নহে।

চন্দনপাট, শাহ্‌বাজপুর, রামচন্দ্রপুর ও শিবপুর লইয়া একটি ভিন্ন আঞ্জোমন গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। মোগলহাটের মেম্বরও প্রভিন্সিয়াল আঞ্জোমনে চাঁদা পাঠাইলে ভাল হয়। তবে যদি তিনি ইচ্ছা করেন, রঙ্গপুর আঞ্জোমনেও চাঁদা পাঠাইতে পারেন। এ-আঞ্জোমনে 'আল্‌ফজল' আসে না, 'আহ্‌মদী' দুইখানা আসে। একখানা 'আল্‌ফজল' আসা উচিত।

১৭ই জুলাই আমি শিবপুর ও রামপুর এবং পরে তথা হইতে বদরগঞ্জ যাই। চন্দপাটের ভ্রাতাগণও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রামচন্দ্রপুর আসেন; কিন্তু শাহ্‌বাজপুরের কোন কোন ভ্রাতা নিকটে থকিয়াও সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই; তাহাতে দুঃখিত হইলাম। সংসারের কাজকর্ম্ম-ত মানুষ সারা বৎসরই করে; দুই এক দিন ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিতে কোন মোমেনের কুণ্ঠা করা উচিত নহে; ইহাও আল্লাহ্‌র পথে কোরবানী মধ্যে গণ্য। এই কয় গ্রামের আহ্‌মদী ভ্রাতাভগিনিগণ মিলিয়া একটি ভিন্ন আঞ্জোমন করিলে ভাল হয়। সকলে পরামর্শ করিয়া নিজেদের মধ্যে একজন প্রেসিডেণ্ট এবং একজন সেক্রেটারী মনোনীত করিয়া লইবেন। এই কার্য্য যত শীঘ্র হয় সমাধা করিয়া আমাকে জানাইলে আবশ্যকীয় রেজীষ্টারী ও রসিদ বই পাঠাইয়া দিব। এই কয় গ্রামের আহ্‌মদিগণ প্রায় সকলই এখনো চাঁদা দেন না। তাহারা বোধ হয় জানেন না যে চাঁদা দেওয়া প্রত্যেক আহ্‌মদীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি তিন মাস পর্য্যন্ত কোন চাঁদা দেয় না, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আদেশানুসারে সিলসিলার সহিত তাহার সংশ্রবচ্যুত হয়। আশা করি, ভ্রাতাগণ এসম্বন্ধে তৎপর হইবেন।

সন্ধ্যার সময় বদরগঞ্জ যাই; তথায় বয়স্ক আহ্‌মদী মাত্র দুই জন। তাহারা চাঁদা রীতিমত আদায় করেন। কাহারো অসিয়ত নাই এবং তাহারিক জদীদের চাঁদাদাতাও কেহ নাই। 'আল্‌ফজল' কেহ লন না; তবে 'আহ্‌মদী', 'সান্‌রাইজ' ও 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স' এক কপি করিয়া আসে।

২২শে জুলাই হইতে ২৫শে জুলাই—কৃষ্ণনগর—

২২শে জুলাই নাটোর হইতে কৃষ্ণনগর যাই; মৌলবী হাফীজুল্লাহ্‌ সাহেব এবং কলেজের কয়েককন ছাত্র আমাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। চাঁদসড়কে আমাদের মিশন বাটী অবস্থিত; বাটীটি বেশ ভাল, তাহাতে তিনটি কামড়া আছে; একটিতে একজন খৃষ্টান ভদ্রলোক এব অপর দুইটিতে আমাদের মৌলবী সাহেব এবং কয়েকজন ছাত্র থাকেন। বাটীর ভাড়া ৫৲ টাকা। খৃষ্টান ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলে সমস্ত বাটিটি আমাদের মিশনের জন্য রাখা উচিত। সমস্ত বাটীটি পাইলে তাহাতে একটি Reading Room ও নামাজের স্থান হইতে পারিবে। বাড়ীর ভাড়ার দরুণ প্রভিন্সিয়েল আঞ্জোমন হইতে মাসিক ২৲ টাকা সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত দিবস আমি মিশন বাটীতেই থাকি; বিকালে এবং সন্ধ্যার পর কয়েক জন কলেজের ছাত্র দেখা করিতে আসে।

পর দিবস বাহাদুরপুর যাই; বাহাদুরপুর সহর হইতে ৪॥ মাইল ব্যবধান; আমি রেলপথে যাই। বাহাদুরপুর ষ্টেশনে মৌলবী মোহাম্মদ আইয়ুব এবং সেখ ফকীর মোহাম্মদ সাহেব এবং আরো কতিপয় ভ্রাতা আমাকে অভ্যর্থনা করেন। নিকটে তাহাদের পরিচালিত একটী প্রাইমারী স্কুল ছিল; তাহা দেখিয়া আমি গ্রামের মসজিদে যাইয়া উঠি। সেখানে গ্রামের আহ্‌মদিগণ সাক্ষাৎ করিতে আসেন; তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় এবং তাহার ফলে কয়েকজন লোক বয়েত করেন। সেখানে একটী আঞ্জোমন গঠন করা হয়; সকল ভ্রাতার মত লইয়া ভ্রাতা দাউদ সেখ সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করা হয়। জুম্মার নামাজের খোৎবাতে আমি আহমদী সেল্‌সেলার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলি। নমাজের পরও কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বয়েত গ্রহণ করেন। তৎপর ৫টার সময় প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গনে এক সভাতে আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে লেক্‌চার দেই; সভায় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মোসলমান ও হিন্দু ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা ৭টার সময় ভঙ্গ হয় এবং ৭। টার ট্রেনে আমি কৃষ্ণনগর ফিরিয়া আসি।

পরদিবস ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট এবং পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিষ্টার অব্দুল খালেক এবং কলেজের প্রিন্সিপাল মিষ্টার জে, এম, সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি বেতনা গ্রামে নূতন ভ্রাতা নুরুল আবসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঘোড়ার গাড়ীতে রওনা হই; সদর হইতে বেতনা গ্রাম ৮ মাইল দূর। ভ্রাতা নুরুল আবসার, তাহার স্ত্রী ও একটি কন্যা সহ অল্প দিন হইল বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন; এপর্য্যন্ত ইসলাম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা লাভ করেন নাই। মৌলবী হাফিজুল্লাহ্‌ সাহেব তাহাকে ইসলাম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, গ্রামের মোসলমানগণ এই নূতন ভ্রাতার প্রতি অত্যাচার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। গ্রামবাসী মোসলমান প্রধানদিগকে ডাকাইয়া আমি তাহাদিগকে বুঝাইলাম এবং সেই প্রসঙ্গে তবলীগও করিলাম। গ্রামবাসী

অত্যাচার করিলে ভ্রাতা নুরুল আব্‌সার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিবেন।

বিকালে বেতনা হইতে কৃষ্ণনগর ফিরিয়া আসি এবং পরদিবস দ্বিপ্রহরের ট্রেণে নাটোর প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রাতে কয়েকজন কলেজের ছাত্র এবং মৌলবী মোহাম্মদ আইয়ুব সাহেব এবং মিঞা ফকীর মোহাম্মদ সেখ সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত স্থানীয় জমাত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয় এবং স্থির হয় যে, বাহাদুরপুর ও কৃষ্ণনগরে দুইটি বিভিন্ন আঞ্জোমন থাকিবে এবং বেতনার আহমদিগণ কৃষ্ণনগর আঞ্জোমনভুক্ত থাকিবেন। এখানে তবলীগের সাহায্যের জন্য আমি কিছু কালের জন্য মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেবকে পাঠাইব স্থির করিলাম। যে সকল মেম্বর 'আল্‌ফজল' ও 'আহমদী'র গ্রাহক হইতে পারেন তাহাদিগকে গ্রাহক হইবার জন্য মোবাল্লেগ সাহেব উৎসাহিত করিবেন।

২৭শে ও ২৮শে জুলাই—নাটোর হইতে ঢাকা—

নাটোর হইতে ঢাকার রাস্তায় তিস্তামুখ ঘাটে খন্দকার মোহাম্মদ নাসীরউদ্দীন পোষ্টমাষ্টার সাহেবের বাসায় কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করি এবং তাহাকে সেলসেলার সংবাদ দেই; তিনি 'সানরাইজ' লইতে স্বীকার করেন। সিঙ্গিজানি ষ্টেশনে গাড়ীতে সখিনা বিবি * মৌলবী ফজলুর রাহমান এবং মৌলবী শামসুজ্জুহা মুক্তার সাহেব আমার কামরাতে উঠেন এবং ময়মনসিং পর্য্যন্ত আসেন; সেলসেলা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়; সখিনা বিবীকে এক কপি উর্দ্দু 'দুর্রে সামীন' দেওয়া হয়। তিনি এবং মৌলবী ফজলুর রাহমান আমাকে গিলাবাড়ী যাইয়া সেলসেলা সম্বন্ধে বিস্তারিত অলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন; আমিও তাহাতে স্বীকৃত হই।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী

প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের নিবেদন

বঙ্গদেশের সকল আহ্‌মদী ভ্রাতাভগ্নীর এবং আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনসমূহের আমীর বা প্রেসিডেণ্ট সাহেবদের খেদমতে—

বন্ধুগণ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

অনেক দিন পর আমি পুনরায় সংবাদপত্রের যোগে আপনাদিগকে সম্বোধন করিতে উদ্যত হইয়াছি; তাঁহার কারণ এই যে, ইতিমধ্যে কোন কোন আঞ্জোমনের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার কালে যে সকল দোষত্রুটি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহা আপনাদিগের সকলের গোচরীভূত করিয়া ভবিষ্যতে সেগুলি যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘ কোন রাজনৈতিক বা ব্যবসা সংক্রান্ত সঙ্ঘ নহে। এক-মাত্র খোদাতা'লাকে 'রাজী' বা সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা সকলে এই সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছি। এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্য যদি কাহারো হৃদয়ে থাকে তবে তাহার উচিত যে, এক্ষণই এই সঙ্ঘ হইতে পৃথক হইয়া যায়; কারণ তাদৃশ উদ্দেশ্য, এই সঙ্ঘ দ্বারা কখনই পূর্ণ হইবার নহে; বরং ইহার সংযোগে থাকিলে তাহার সেই উদ্দেশ্যের ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা।

এই সঙ্ঘের এক প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার মেম্বারগণ সকলেই এক ব্যক্তিবিশেষের আদেশমত স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। একজন খোদাতা'লা-প্রদত্ত 'ওয়াজেবুল-এতায়াত' (অবশ্যমাননীয়) খলিফা আজ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। তাদৃশ খলিফা বর্ত্তমানে অন্য কোন সমাজে নাই।

এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, এই সঙ্ঘ সুনিয়ন্ত্রিত; ইহার প্রত্যেক মেম্বারই কোন না কোন স্থানীয় জমাত-ভুক্ত এবং এবং প্রত্যেক জমাতই এক এক জন প্রেসিডেণ্ট বা আমীরের কর্ত্তৃত্বাধীন।

খোদাতা'লা কোরানশরীফে বলিতেছেন,—"তোমরা নিয়ন্ত্রিত-ভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জেহাদ কর।" শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ মোসলেম জমাতের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহাই এই জমাতের জীবন, ইহাতেই ইহার শক্তি।

বা-জমাত নামাজে, জীবন্ত মোসলেম সমাজের এক চিত্র আমরা দেখিতে পাই। সকল নামাজিগণ এক ইমামের পশ্চাতে এক ইমামের ইঙ্গিতে উঠা বসা করে। ইমামের পূর্ব্বে 'রুকু' বা 'সেজ্‌দাতে' যাওয়া, বা ইমামের পূর্ব্বে 'রুকু' বা 'সেজ্‌দা' হইতে উঠা এই উভয়ই সমান পাপ। ইমাম নামাজের নিয়মে ভুল করিলেও কোন নামাজী তাহাকে ত্যাগ

* জনৈকা নো-মোসলেম মহিলা; তিনি পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন, ইদানিং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

করিতে পারে না; বরং মাত্র 'সোব্হান-আল্লাহ্' বলিয়া ইঙ্গিত করতঃ ইমামের অনুসরণ করাই তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যতক্ষণ নামাজী ইমামের অধীনে থাকে ততক্ষণ ইমামের অনুসরণ করিতে সে বাধ্য, নতুবা সে ঘোর পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তেমনি জীবন্ত মোসলেম সমাজ খলিফার বা খলিফাকর্ত্তৃক নিযুক্ত আমীর বা প্রেসিডেন্টের আদেশ পালন করিতে বাধ্য। তাঁহারাই স্ব স্ব জমাতের ইমামস্বরূপ। তাঁহাদের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, বা তাঁহাদের আদেশের উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করে, সে অন্যায় করে এবং পাপ করে। জীবন্ত মোসলেম সমাজ তাহাদের নেতাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করে। ইহাতেই তাহাদের সামাজিক জীবন, ইতাতেই তাহাদের শক্তি নিহিত।

দুঃখের বিষয়, আমি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহাতে আমার বোধ হয়, অধিকাংশ ভ্রাতাভগ্নী এই সত্য যথেষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; সুতরাং সর্ব্বপ্রথম আমি এই দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তৎপর জমাতের মেম্বারদিগকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমরা সকলেই বয়েত করিবার সময় এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমরা ধর্ম্মকে সকল পার্থিব স্বার্থের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান দিব, এবং ইসলামকে ও ইসলামের খেদমতকে অন্যান্য সকল প্রিয়জন হইতে অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিব। আমি অনুরোধ করি যে, আপনারা নিজে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই প্রতিজ্ঞা আপনারা স্ব স্ব জীবনে কতদূর পালন করিয়াছেন।

ইসলামের তরে এসময় সব চেয়ে সামান্য কোরবানী হইতেছে অর্থের কোরবানী; কিন্তু তাহাই কি আমরা উচিত মত করিতেছি? আজ আমাদের খলিফা (খোদাতা'লার সাহায্য সর্ব্বদা তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকুক) আমাদিগকে টাকাপ্রতি এক আনা ইসলামের খেদমতের জন্য উপস্থিত করিতে আহ্বান করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখুন আপনারা কয়জন এই আহ্বানে লাব্বায়েক বলিয়াছেন।

তারপর আর এক কোরবানী হইতেছে নিজ শরীর ও সময়ের কোরবানী। যে সকল ব্যক্তিকে খোদাতা'লা তাঁহার সেলসেলার খেদমত করিবার সম্মান দান করেন, তাহারা ভাগ্যবান। আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ যদি পরিশ্রম করিয়া ও সময় ব্যয় করিয়া সেল্সেলার খেদমত করেন, তবে তাঁহাদেরই মঙ্গল। খোদাতালা'র কার্য্যে কর্ম্মীর অভাব হইবে না; খোদাতা'লা নিজেই কর্ম্মী সৃষ্টি করিয়া লইবেন।

আমি যে কয়টি আঞ্জোমনের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে—

১। অনেক আঞ্জোমনেই সকল মেম্বরের নামের লিষ্ট এবং অন্যান্য বিবরণ রাখা হয় নাই।

২। অনেক আঞ্জোমনে চাঁদার বাজেটের নকল যত্ন সহকারে পূর্ণ করা বা রক্ষা করা হয় নাই।

৩। অনেক আঞ্জোমনেই মেম্বারদিগের মাসিক চাঁদা আদায়ের হিসাব যত্ন সহকারে রাখা হয় নাই।

৪। অনেক আঞ্জোমনেই মাসিক চাঁদা আদায় করিবার জন্য মেম্বরদিগকে তাকিদ দেওয়া হয় না।

৫। অনেক আঞ্জোমনই প্রতিমাসের ওসল-কৃত চাঁদা মাসের শেষে প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠান না। প্রত্যেক মাসের সংগৃহীত চাঁদার টাকাপ্রতি /৫ পয়সা স্থানীয় আঞ্জোমনের অংশ-স্বরূপ কাটিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা পরমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠান আবশ্যক। এই টাকা প্রতি /৫ পয়সা কেবলমাত্র মাসিক চাঁদা, অসিয়তের চাঁদা, জাকাত ও সদ্কা হইতে রাখা যাইবে; অন্যান্য চাঁদা হইতে নহে। টাকা পাঠাইবার খরচ স্থানীয় আঞ্জোমনের এই অংশ হইতেই দিতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় অনেক আঞ্জোমনই ছাপান মাসকাবারী ও রিপোর্ট ফর্মখানি যত্নসহকারে পূর্ণ করিয়া প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠান না। এই রিপোর্ট না পাইলে আঞ্জোমনের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না।

৭। অনেক আঞ্জোমনেই তবলীগের কার্য্য অতি মন্দ গতিতে চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে তবলীগ একেবারে বন্ধ হইয়া আছে। মোবাল্লেগ না আসিলে তবলীগ করা হইবে না, এ ধারণা বড় মারাত্মক। 'আনসারউল্লাহ্' সমিতির সাহায্যে যথেষ্ট তবলীগ কার্য্য করা যাইতে পারে।

৮। কোন কোন আঞ্জোমনের কর্তৃপক্ষগণ জমাতের মধ্যে যে সকল মেম্বর—(১) শরিয়তের আজ্ঞা ও নিষেধের প্রতি উদাসীন, (২) নৈতিক চরিত্রহীন, (৩) বিবাহ, নামাজ ও জানাজা সম্বন্ধে সেলসেলার আদেশ উপেক্ষা করে,—তাহাদিগের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে বা সংশোধন করিতে অপারগ হইলে তাহাদের বিষয় উপরে রিপোর্ট করা সম্বন্ধে উদাসীন। যেহেতু সেলসেলা আল্লাহ্র, ইহার কার্য্য পরিচালনায় ব্যক্তি বিশেষের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নহে। মেম্বারের সংখ্যা হ্রাস হইবে, সেই ভয়ে অপরাধীর দোষ গোপন করা বা উপেক্ষা করা উচিত নহে। অল্প সংখ্যক প্রকৃত ধর্ম্মভীরু মেম্বর সেলসেলার কৃতকার্য্যতার পক্ষে অধিক সাহায্যকারী। যে মেম্বর, সাবধান করা সত্ত্বেও, ধর্ম্মোপদেশ পালন করিতে পরাঙ্মুখ তিনি যত শীঘ্র জমাত হইতে বিদায় হন ততই শ্রেয়; খোদাতা'লাই পাক জমাতের 'মৌলা' (বন্ধু) ও 'মদদগার' (সহায়)।

আমি আশা করি জমাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এবং আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিগণ আমার উপরোক্ত উপদেশগুলি মনযোগ সহকারে পাঠ করিবেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে তৎপর হইবেন। খোদাতালা আমাদের হাফেজ ও নাসের হউন।

—আমীন

আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(ক)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক আয়ের বিবরণ

১৯৩৫—৩৬ ইং

মে হইতে জুলাই পর্য্যন্ত আয় (১) ——— ৯৪৫॥৬
" " " " ব্যয় ——— ৯০০॥৬

বক্রী (২) ——— ৪৫৲

বিষয়	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট আয়
(ক) সাধারণ বিভাগ										
১। অসিয়ত	১৪৩৲	১৭৪৲	১৪৫॥০	১৪৫॥০	১৪৫৸৶০	১৪৩৸৴০	১৫০॥০	২০৮॥০	১১৫॥০	১৩৭২৷০
২। মাসিক চাঁদা	৯৫৴০	১২৫৶৬	৬৫॥৶০	৫৫৵৬	১০২৴০	৭২৶৩	৮৮৶০	৭০৲	৯৫॥০	৭৬৯৴৩
৩। জেকাত	…	…	৫৲	…	…	…	২৫৲	১১৫৲	…	১৪৫৲
৪। ফেত্‌রা, ঈদফাণ্ড, কোরবানীর খাল ও অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌কা ও খয়রাত	॥০	৷০	৫৲	॥৵৩	২০৸৬	৩৯৷৴০	৶৩	১২৲৬	…	৭৮॥৶৬
৫। এশায়াতে ইস্‌লাম	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
(খ) বিশেষ বিভাগ										
৬। কাশ্মীর ফাণ্ড	৬৶৯	৭॥৩	৫৴৩	৫৵৯	৬৷৶৬	৭৷৶০	৭৶০	৬৴০	৫॥৵০	৫৬৸৬
৭। তাহরীকে জদীদ	৪৪॥০	৪৯॥০	…	৮৲	২॥০	১০৭৲	৯২৷০	১২২॥৵০	৭০॥৵০	৪৯৭৲
৮। কাদিয়ানের বিশেষ চাঁদা	…	১২৲	…	…	…	…	…	..	…	১২৲
৯। কাদিয়ানের জলসা	…	…	৮৲	১০২॥৵০	৩২॥০	১৶০	…	…	…	১৪৪৷৴০
১০। খোস্‌লা আপীল	…	…	৪২॥০	৭৸৵০	৩৷৵০	২৶০	…	…	…	৫৫৸৶০
১১। নেশনেল লীগ	…	॥০	…	…	…	…	…	…	…	॥০
১২। ভূমিকম্প ফাণ্ড	৫৲	…	…	…	…	…	…	…	…	৫৲
১৩। আল্‌ হাকাম	৫৲	…	৫৲	…	…	…	…	…	…	১০৲
(গ) স্থানীয় তবলীগ বিভাগ										
১৪। সান্‌-রাইজ	…	৶৬	১৵০	৩৸০	৬৵৬	১৬॥৵০	১০৲	৫৸০	৭৷০	৫০॥৶০
১৫। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স	৪৲	১৲	৸৶৬	২৲	১৵০	৪॥৵০	২৲	২০৸	২॥০	২০৸৶৬
১৬। মোসলেম সান্‌-রাইজ ও সুফী ফাণ্ড	…	…	…	…	…	…	…	…	৩৲	৩৲
১৭। আল্‌-হেদায়েত ও আহ্‌মদী পত্রিকা	১৲	২৵০	৵০	১০৲	১০৵০	১০৲	…	৬১৲	১৫৷০	১০৯॥৵০
১৮। প্রাদেশিক জল্‌সা	…	২৯৷৶০	৪৯॥৶০	২৲	…	…	…	…	…	৮১৵০
১৯। হেণ্ডবিল্‌স	…	…	…	…	১৲	…	…	…	…	১৲
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ										
২০। পুস্তক ও ট্র্যাক্ট	…	২৬॥৶৬	৪০॥৵৬	…	…	…	…	…	২৲	৬৯৷৵০
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ										
২১। লাইব্রেরী	…	…	১৩৷০	৮৸৶৩	৯৸৵৬	…	১৶০	৫৵০	১০৲	৪৮৷৵৯
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ										
২২। অজিফা	…	…	…	…	…	১৮॥০	…	৩৭৲	১৮॥০	৭৪৲
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ										
২৩। আদায়কৃত কর্জ্জ হাসানা	…	…	…	…	…	৫৲	৫৲	৫৲	..	১৫৲
২৪। ওয়াকৃফ্‌ সম্পত্তির আয়	…	…	…	…	…	…	…	১০৲	…	১০৲
২৫। প্রাদেশিক আঞ্জোমানের বিশেষ চাঁদা	৩৭॥৵৩	১২৲	৬৲	১৲	৪৪৲	২৸০	১৩৲	৫৲	…	১২১৷৵৩
মোট	৩৪১৸৶০	৪৪০৷৯	৩৯৩॥৴৩	৩৫২॥৵৯	৩৮৫৸৶০	৪৩০॥৵৩	৩৯৪॥৩	৬৬৫৸৴৬	৩৪৫৸০	৩৭৫১৵৯

(সমর্থন স্বাক্ষর)—**আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী,**
আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

সর্ব্ব-মোট আয় ——— ৩৭৫১৵৯ পাই
সর্ব্ব-মোট ব্যয় ——— ৩৪৩৮॥৵১০½ পাই

বক্রী জমা ——— ৩১২৷৶১০½ পাই

(তিন শত বার টাকা, সাত আনা ও সারে দশ পাই মাত্র)।

(স্বাক্ষর)—**মোজফর উদ্দিন চৌধুরী,**
জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

নোট—(১) ১৯৩৪—৩৫ ইং সনের খরচ বাদে বাকী মঃ ১০১৷৶৬ পাই তহবিলে জমা ছিল যাহা উক্ত আয়ের সহিত যোগ রাখা হইয়াছে।

(২) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার অফিস ১৯৩৫ ইং সনের ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতা হইতে ঢাকায় অপসারিত হয়। সুতরাং উক্ত তারিখে তথাকার আয়-ব্যয়ের হিসাব পূর্ণ করার পর মোট ৪৫৲ টাকা তহবিলে থাকে, তন্মধ্যে ৩৪॥৵৩ প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বিশেষ চাঁদা, কাশ্মীর ফাণ্ডের ৶৯ পাই ও সদর আঞ্জোমনের মাসিক চাঁদা বাকী ৯॥৴০ আগষ্ট মাসের হিসাবে সংযোগ করা হইয়াছে।

(খ)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ

১৯৩৫—৩৬ ইং

বিষয়	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট ব্যয়
(ক) ও (খ) সাধারণ ও বিশেষ বিভাগ										
১। কাদিয়ানে সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ায়, প্রেরিত মোট	২০০।৵৯	২০৩।৵০	...	২৮৭॥৵০	২৫৭৸৵০	২৩০॥৶০	২৮৮৬	...	৬০১।/০	২০৬৯।/৩
(গ) স্থানীয় তবলীগ বিভাগ										
২। সান-রাইজ	...	৬৲	৬৸০	২।৶০	৭॥০	১০॥৵০	॥৵০	১৩৸০	২৯।৵০	৭৭/০
৩। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স্‌	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲	...	৪৲	৪৲	৩২৲
৪। আল-হেদায়েত ও আহ্‌মদী পত্রিকা	৩/০	৯৲	...	...	।/০	...	...	১৩৸৯	৫০৲	৭৬৵৯
৫। প্রাদেশিক জলসা	---	১৮॥০	৭৫৲	...	...	...	...	...	...	৯৩॥০
৬। প্রাদেশিক আঞ্জোমনের মোবাল্লেগের বেতন	...	৫১৲	৫১৲	২০৲	৩৪৲	২০৲	২০৲	...	৬৸৵০	২০২৸৵০
৭। প্রাদেশিক আঞ্জোমনের মোবাল্লেগের সফর খরচ	১৯॥৵০	১৪/৬	৫॥৵৯	১০৲	..	২৲	॥৶০	...	১১।/০	৬৩।৵৩
৮। সম্পাদকের বেতন	...	...	...	...	...	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	১০০৲
৯। ব্রাঞ্চ আঞ্জোমনের বাবত শতকরা আট টাকা হিসাবে	...	...	...	৬৶০	২।৶০	৩৶০	৩৸৵০	৪।০	...	২০৲
১০। উত্তর বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স	..	...	...	...	...	...	...	...	১৩॥৵০	১৩॥৵০
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ										
১১। পুস্তক ও ট্রাক্ট	...	৩৫৲	৩৮৸৵	১২।/০	৩০৲	৩৩।৵৩	১১৲	৪৪৶৯	১২৲	২১৬৸৵০
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ										
১২। লাইব্রেরী	...	১৫৸০	...	৯॥০	...	...	...	২৲	৮৸০	৩৬৲
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ										
১৩। অজিফা	...	...	...	...	...	১৮॥০	...	৩৭৲	...	৫৫॥০
১৪। কর্জ্জ হাসানা	...	...	১০৲	...	...	২৫৲	৫৲	...	...	৪০৲
১৫। সাহায্য	...	...	...	২৫৲	২৲	...	১৮৲	১৫/০	২০৲	৮০/০
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ										
১৬। ডাক খরচ	১১।/৯	৩৬/৯	১১৶৬	২১।০	৯৸৵৩	১২৸৵০	১০।০	১১।৵০	১৬।৵৬	১৪০॥৶৯
১৭। কাগজ কলম ইত্যাদি বিভিন্ন খরচ	২৵৩	৯৸৵১৯	৸৵০	৬॥৶৩	৬॥৵০	১৶০	৸৶৯	১।৩	২৵৩	৩১৸১০৯
১৮। মোবাল্লেগদিগকে সফর খরচ বাবত অগ্রিম টাকা	...	...	...	...	...	...	...	১৫/০	৭৪৸০	৮৯৸/০
মোট	২৪০॥/৯	৪০২॥৶৪৯	২০৩।৵৩	৪০৫৩	৩৫৪॥৵৩	৩৮৬।৶৩	৩৮৩॥৩	১৮৬৸৯	৮৭৫॥৯	৩৪৩৮॥৵১০৯

মোট ব্যয় তিন হাজার, চারি শত, আটত্রিশ টাকা, দশ আনা, সারে দশ পাই মাত্র।

(সমর্থন স্বাক্ষর)—**আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী,**
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া।

(স্বাক্ষর)—**মোজফর উদ্দিন চৌধুরী,**
জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, স্বাঃ।

(গ)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বার্ষিক আয়ের বিবরণ

১৯৩৬—৩৭ ইং

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট আয়
(ক) সাধারণ বিভাগ													
১। অসিয়ত	৭৭৷৷০	১৯১৲	১৬১৲	১২৬৲	১১৭৲	১১৯৲	১৬৭৷৷৶০	১১৮।০	১৯৫৲	২৪০৸৶০	২৪৬৷৷৶৬	১৬৪।৶০	১৯২৪৶৬
২। মাসিক চাঁদা	১৮৭।৶৯	৭০।৶	৮৯৸০	১৮৪৸৶	১৫৬৷৷৬	১৩৭৶০	৯০৸৶৬	৩৪৶৬	২৩৫৸৶৯	১০২৷৶০	১৩১৶৯	২০৪।৶০	১৬২৫৷৶৯
৩। জেকাত	...	...	১৬৷৷০	...	২১৷৷০	...	...	৫৲	...	...	....	...	৪৩৲
৪। ফেত্‌রা, ঈদ ফাণ্ড, কোরবানীর খাল ও অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌কা ও খয়রাত	৩৲	৫৲	।০	১৷৷৶০	...	৪৲	১৶০	৩৶০	২৮৷৶৯	১০৸৯	৩৫৷৶৬	১০৸০	১০৪৶০
৫। এশায়াতে ইস্‌লাম	...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	×
(খ) বিশেষ বিভাগ													
৬। কাশ্মীর ফাণ্ড	১০৶০	৫৸৯	১০৶৬	৯৷৶০	৬।৶০	৬৶০	৫৸৬	৪।০	৩।৶৯	১০৷৶৬	৪৷৶৩	১৷৷০	৮১৸৩
৭। তাহরীকে জদীদ	৩৯৷৷০	১১০৸০	৮৪৶	৬৮৶০	১৯৯৷৷০	৮০৷৷০	...	৭৲	৪০৲	১৭১৷৷০	১৮৯৲	৪২৲	১০৩২৲
৮। মস্‌জিদে মোবারক, মেহ্‌মানখানা ও কাদিয়ানের জলসা	...	...	...	৸৶০	৮৯৲	২৮৶০	৩৲	২০৲	২২৷৶০	।৶০	৸০	...	১৬৪৸৶০
৯। রিজার্ভ ফাণ্ড	...	...	...	...	...	১।০	৫৲	...	২৫৲	...	...	...	৩১।০
১০। সাময়িক সঞ্চয় ভাণ্ডার	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	৩০৲	৩০৲
১১। দারুল-আনোয়ার	...	...	...	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	...	৫০৲	২৫৲	২৯৲	২৫৲	২২৯৲
১২। খোস্‌লা আপীল ও আল্‌হাকাম	...	১৲	...	...	...	১৲	...	...	১৲	...	...	...	৩৲
(গ) স্থানীয় তবলীগ বিভাগ													
১৩। সান্‌রাইজ	৩।৶০	৩৷৶০	৮।৶০	২১৶০	১১৶০	৪।০	৩৸০	৩৲	৭৷৷০	৩৸০	৬৶০	৫৷৷৬	৮১৷৶০
১৪। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স	।০	৷৷৶০	।০	১১৶০	।৶০	১৲	১।০	২৲	১৷৷০	।০	১৶০	৷৷০	২০।০
১৫। মোসলেম সানরাইজ ও সুকী ফাণ্ড	৩৩৶০	৭২৲	২৬৲	৬৸৶০	৫৲	...	...	...	...	১৲	...	...	১৪৩৸৶০
১৬। আহ্‌মদী পত্রিকা	১৫৲	৫৫৷৷০	৬১।০	১৮৬।৶০	৫১৸৶০	৪৯৷৷৶০	৭৫৶০	১৲	১১৲	৯৶০	১২৸০	২১৶০	৫৪৯৸৶০
১৭। নবী দিবস	...	...	...	...	...	...	৷৷০	৶০	...	...	...	...	৷৷৶০
১৮। প্রাদেশিক জলসা	...	...	...	...	...	৫৩৶০	৫৲	১৲	২৷৷০	...	...	...	৬১৸৶০
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ													
১৯। পুস্তক ও ট্র্যাক্ট	।৶৬	...	৮।৶	৷৷৶০	১৲	...	৬৶০	...	৷৷০	...	১১৸৶	৯৶৬	৩৮৶০
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ													
২০। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মসজিদ ফাণ্ড	...	...	...	...	...	৫০৲	৬৷৷০	...	৩৲	৬৪।৶০	৭৸০	...	১৩১৷৷৶০
২১। প্রাদেশিক লাইব্রেরী	...	৩৲	...	৪৶০	।৶০	২৷৷০	...	...	২৲	৫।০	৸০	...	১৮৶০
২২। আঞ্জোমনের বাটীর আয়	৩০৲	...	৬৲	৯৲	৪৷৷০	৬৲	৩৲	৩৲	১৩৷৷০	১২৲	২৪৲	৬৲	১১৭৲
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ													
২৩। অজিফা	১৮৷৷০	...	...	৩৯৷৷০	...	১৯৸০	১৮৷৷০	...	৭৭৸০	১৯৸০	১৯৸০	৩৯৷৷০	২৫৩৲
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ													
২৪। আঞ্জোমনের বাগানের আয়	...	...	...	...	...	২।৶০	...	২৲	২।৶৬	১৶০	৸০	...	৮৷৷৶৬
২৫। আদায়কৃত কর্জ্জ হাসানা	...	৫৲	...	২৲	...	...	...	...	...	...	...	...	৭৲
২৬। প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বিশেষ চাঁদা	...	৪৪৸৶০	১০৲	...	।০	...	...	...	৮৲	১৫।০	৮।০	...	৮৬।৶০
মোট	৪১৮।৯	৫৬৮৷৶৯	৪৮২।৬	৬৯৭৲	৬৮৯।৶৬	৫৯১।০	৪১৮।০	২০৪৸৬	৭৩৪৶৯	৬৯৩৷৶৩	৭৩০।০	৫৬০৶০	৬৭৮৭৲

(সমর্থন স্বাক্ষর)—**আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী,**
আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

সর্ব্ব-মোট আয় ——————৬৭৮৭৲
শতকরা ৩৩% হিসাবে ১৯৩৬—৩৭ সনের বাবদ
সদর আঞ্জোমন হইতে ——————৮১৷৷৩ পাই
১৯৩৫—৩৬ ইং সনের বক্রী জমা ——————৩১২।৶১০½ পাই
মোট ——————৭১৮১৲১½ পাই
সর্ব্ব-মোট ব্যয় ——————৬৪৮১৸৶০
বক্রী মোট জমা ——————৬৯৯৶১½ পাই
(ছয়শত নিরানব্বই টাকা, দুই আনা ও দেড় পাই মাত্র।)

(স্বাক্ষর)—**মোজফর উদ্দিন চৌধুরী,** জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে-আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ

১৯৩৬—৩৭ ইং

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট ব্যয়
(ক) ও (খ) **সাধারণ ও বিশেষ বিভাগ**													
১। সদর আঞ্জোমনে প্রেরিত মোট চাঁদা	২১৬৸৯	১৮৩।৶৬	...	২৯৫৶০	৫৮৪৷৷৶৩	৪৭৩৸৩	২৩৮৶৩	...	২৬১।৶৬	৪৫১।৶০	৪৪৩৸৩	৮১৷৷৩	৩২৩০।০
(গ) **স্থানীয় তবলীগ বিভাগ**													
২। সান্‌-রাইজ	...	১৫৲	১৫৷৷৶০	২৫।০	১২৸০	...	১০৶০	১০৶০	...	২০।০	১৫।০	৭৸৶০	১৩২৶০
৩। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স	৪৲	৪৲	৪৲	৭।০	৪৶	...	৭।০	...	...	৬৷৷৶০	৬।০	৩৶০	৪৬৷৷৶০
৪। মোস্‌লেম সান্‌-রাইজ	...	...	৪৫৲	...	...	...	...	...	...	...	...	...	৪৫৲
৫। আহ্‌মদী পত্রিকা	৭২৷৷৶৩	৪০৲	৪৬৲৯	৪৯৶৩	১২৷৷৶০	১০৮।৯	৭৪৶৩	১৮।৶৯	১৫৸৩	১০৩৷৷৶০	৫৫।০	২০।৶৩	৬১৬।৶৬
৬। প্রাদেশিক জলসা	...	...	...	...	...	৬৷৷৯	২৫৷৷০	...	৪৲	...	...	...	৩৬/৯
৭। হেণ্ডবিলস্‌	...	...	...	..	...	৩৪৸৶৬	...	...	২৯৸৶০	...	৷৷০	৯৸৶০	৭৫৶৬
৮। সম্পাদকের বেতন	...	৫০৲	১৭৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩৩৭৲
৯। প্রাদেশিক মোবাল্লেগগণের বেতন	...	৩৩।৶৩	২০৲	...	১৯।০	১৬।৯	...	...	৪০৲	২০৲	২০৲	২৬৲	১৯৪৸৶০
১০। প্রাদেশিক মোবাল্লেগগণের সফর খরচ	...	...	...	...	...	৬।৶৩	২৭।৶৬	...	৫৲	৩৲	১০৲	৮৲	৫৯৸৯
১১। সূফী সাহেবের টুর খরচ	...	৪৭৷৷৶৩	২৮৩	১২।০	...	...	...	...	...	...	...	...	৮৭৸৶৬
১২। শতকরা ৮৲ টাকা ব্রাঞ্চ আঞ্জোমনের বাবদ খরচ	...	৬।৶৩	৩।৶০	৶০	।০	৯৶০	৩।৶০	...	৯।৶৬	৪৸৶৬	৬৷৷৶৬	১৬৶০	৫৯৸৶৯
১৩। আঞ্জোমনের অফিস বাবত মাসিক কর	...	...	১০৲	২০৲	২০৲	২০৲	২০৲	২০৲	১৯৶৬	২০৲	২০৸৬	২০৲	১৯০৲
(গ) **স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ**													
১৪। পুস্তক ও ট্র্যাক্ট	৪৯৲	৪।৶০	১৪৸৬	১২৲	১৪।৶৩	১৩৸৬	২।৶০	।০	১৭৸০	...	৯৷৷৶০	১৩।৶৯	১৫১৸০
(গ) **স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ**													
১৫। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মস্‌জিদ বাবত	...	...	...	...	...	৬৩৷৷৶৯	...	৩।৶০	৩৲	...	...	...	৬৯৸৶৯
১৬। প্রাদেশিক লাইব্রেরী	...	...	১০৲	৮৸৬	...	২২।৶০	১০৲	...	...	...	২।৶০	...	৫৩৷৷৶৬
১৭। আহ্‌মদীয়া বোর্ডিং	...	৭৫।৶০	১৩৷৷৶০	৸০	...	...	...	...	...	...	...	...	৮৯৸০
(গ) **স্থানীয় সাহায্য বিভাগ**													
১৮। অজিফা	৩৭৲	...	...	৩৯৷৷০	...	১৯৸০	১৮৷৷০	...	৭৭৸০	১৯৸০	১৯৸০	৩৯৷৷০	২৭১৷৷০
১৯। কর্জ্জ হাসানা	৬০৲	...	২২৲	...	...	...	...	...	...	২০৲	...	...	১০২৲
২০। সাহায্য	...	...	৫৸০	...	১৫৲	৩৩৲	২৫৲	...	২৫৲	৩৲	...	...	১০৬৸০
(গ) **স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ**													
২১। ডাক খরচ	৮৷৷৬	১৩।৶৬	১৪৶০	১১৷৷০	৮৸৶০	১১৷৷৶০	৬৶০	৪৷৷০	১৯।৶৩	১২/৬	১৮৶০	১৭৷৷৶০	১৪৬/৯
২২। কাগজপত্র ইত্যাদি বাবদ খরচ	৪/৬	৩/৯	৫৯৸৶৬	১৭।৯	১৷৷৶০	২১৷৷৶৩	১৸৶৬	১৯/৩	২৪৶০	২৸৶৩	১৭৸৶৬	৬৷৶০	১৭০।৩
২৩। মোবাল্লেগদিগের টুর বাবত অগ্রিম *	৩০৲	২৫৲	২৭৲	১৮৷৷০	৭৲	৪০৲	১২৲	৪৫৲	...	৫৲	...	...	২০৮৷৷০
মোট	৪৮২৶০	৫০০/৬	৩৫৬৷৶০	৫৪৭।৶৬	৭৩০৸৬	৯৩১৷৷৯	৫১২/৬	১৫০৸০	৫৮১৷৷/০	৭২২৷৷৶৩	৬৬৬।৯	৩০০/৩	৬৪৮১৸৶

মোট ব্যয় ছয় হাজার, চারি শত একাশি টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র।

(সমর্থন স্বাক্ষর)—**আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী,**
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া।

(স্বাক্ষর)—**মোজফর উদ্দিন চৌধুরী,**
জেনারেল সেক্রেটারী বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

* নোট :—মোবাল্লেগদিগের টুর বাবত অগ্রিম দেয় মোট টাকার মধ্যে তাহাদের মঞ্জুরিকৃত বিল হইলে ১৯৩৬—৩৭ ইং সনে মোট ১৯৪।/০ সদর আঞ্জোমনের তবলীগ বিভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা সদর আঞ্জোমনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন হইতে দেয় চাঁদার টাকা বাবত জমা দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .. এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম "		৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ	পৃষ্ঠা মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as.*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲২৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca. (Bengal).